Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল রায়হান

রোলঃ 216020356

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল রায়হান

রোলঃ 216020356

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "গীবত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল রায়হান, আইডিঃ 216020356 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "গীবত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Jannatul Rayhan

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

জান্নাতুল রায়হান

আইডিঃ 216020356

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা......6

গীবতের সংজ্ঞা:......7

গীবতের পরিচয় সংক্রান্ত হাদীস......7

বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে গীবতের শরীআত সম্মত অর্থ:......8

গীবত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত......9

গীবতের প্রকারভেদ......14

গীবতের ধরণ......21

যেসব উপায়ে গীবত হয়ে থাকে......29

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ......31

গীবত করার পরিণাম......45

গীবতের ব্যাপারে মহিলাদের সাবধানতা......49

গীবত সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা......50

গীবত কেন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য?......51

গীবত থেকে বাঁচার উপায়......53

গীবত ত্যাগের উপকারিতা......56

চোগলখোরি......58

গীবতের কাফফারা......60

গীবত শুনলে যা করা উচিত......62

গীবত শোনাও হারাম:...63
গীবতের ক্ষতি 65
গীবত যিনার চাইতে ভয়ংকর...72
গীবতের গুনাহ মোচনের উপায়...73
গীবতকারীকে বাধা দেয়ার ফযীলত:...74
গীবতকারী ক্ষমা চাইলে কি করা উচিৎ?...76

ভূমিকা

বর্তমান সমাজে সুদ- ঘুষ- জিনা- ব্যাভিচারের চেয়েও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে কবীরা গুনাহ, তার নাম গীবত। একেক গুনাহ একেক বয়স, সমাজ বা পরিস্থিতি ভেদে সংঘটিত হলেও গীবত সমাজের সর্বস্তরের, সব বয়সের, সব ধরনের মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারেই এই মারাত্মক গুনাহ করে চলেছি আমরা। এটা যে মারাত্মক গুনাহের কাজ, সেই বোধটাও অনেকের নেই। গীবত থেকে বেঁচে থাকার জন্য আগে গীবত সম্পর্কে বিস্তারিত জানা দরকার।

গীবতের সংজ্ঞা:

الغيبة শব্দটি আরবি غيب ,মূল অক্ষর থেকে এর উৎপত্তি।
غ হরফে যবর দিয়ে পড়লে এর অর্থ লুকিয়ে যাওয়া, অনুপস্থিত থাকা ইত্যাদি। আর যের দিয়ে পড়লে এর অর্থ হয় পরনিন্দা, পরচর্চা, কুৎসা রটানো ইত্যাদি।

গীবতের পরিচয় সংক্রান্ত হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ « اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَهُ.

আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবাগণ কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি জানো গীবত কী? সাহাবাগণ উত্তরে বললেন আল্লহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল বললেন, "গীবত হল তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে।" সাহাবাগণ আরজ করলেন 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি সেই দোষ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবুও কি তা গীবত হবে?' তিনি বলেন: 'তুমি যদি কারো সত্যিকার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো তবেই তো তার গীবত করলে। আর তুমি যা বললে তা যদি বাস্তবিকই তার মধ্যে না থাকে তবে সেটা হবে তোহমাত। অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ।
(মুসলিম হা: ৬৭৫৮, তিরমিযী হা: ১৮৮৪, মেশকাত হা: ৪৬১৭)

একই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম মালেক (র) মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর সূত্রে তাঁর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

إِنَّ رَجُلاً سَئَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْغَيْبَةُ فَقَالَ أَنْ
تَذكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يُسْمَعَ قَالَ يَا رَسُول اللهِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا قَالَ
اذا قلت باطلاً فَذاكَ البُهْتَان.

মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব আল-মাখযূমী (রা) অবহিত করেন যে, “এক ব্যক্তি রসুলুল্লহ ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, গীবত কি? তিনি বলেনঃ তুমি কোন ব্যক্তির উল্লেখ এমনভাবে করলে যে, তা শুনলে সে অপছন্দ করবে।' সে বললো, ইয়া রসূলাল্লহ! তা যদি সত্য হয়? তিনি বলেন : তুমি যদি বাতিল (মিথ্যা) কথা বলো তবে তা তো অপবাদ”।

বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে গীবতের শরীআত সম্মত অর্থ:

মহানবী ﷺ উপরোক্ত বাণীর আলোকে আলেমগণ গীবতের শরীআত সম্মত অর্থ করেন
:
“কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে নিকৃষ্ট কথা সহকারে তার উল্লেখ করা”।
ইমাম গাযালী (র) বলেন,

حَدُّ الغيبة أن تَذكُرَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ بَلَغَه. ُ

“গীবতের সংজ্ঞা এই যে, তুমি তোমার ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করলে যে, তা যদি তার কানে পৌছে তবে সে তা অপছন্দ করবে”।

হাদীসের প্রসিদ্ধ অভিধান ‘আন-নিহায়া' গ্রন্থে ইবনুল আছীর (র) গীবতের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন :

أنْ تَذكُرَ الانْسَانَ فِي غَيْبَةٍ بِسُوءٍ كَانَ فِيهِ

“কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তুমি তার দুর্নাম করলে, যদিও তার মধ্যে সেই দুর্নাম থেকে থাকে” ।

গীবত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

কুরআন মাজীদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظن . إِنَّ بَعْض الظن إثم
ولَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ ط إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"হে ঈমানদার লোকেরা! বেশি ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ কোনো কোনো ধারণা অনুমান পাপ। আর দোষ অন্বেষণ করোনা। এবং তোমাদের কেউ যেনো কারো গীবত না করে। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।" (সূরা হুজুরাত : ১২)

এ আয়াতে তিনটি কাজ নিষেধ করা হয়েছে। সেগুলো হলো :
১. বেশি বেশি ধারণা অনুমান করা ।
২. অপরের দোষ খুঁজে বেড়ানো ।
৩. গীবত করা ।

মানুষ সাধারণত কারো ব্যাপারে প্রথমে একটু ধারণা করে। তারপর সেই ধারণাকে কু-ধারণায় পরিণত করে। অতঃপর সেই কু-ধারণাকে উপর ভিত্তি করে গোপন বিষয় অনুসন্ধান করতে থাকে অর্থাৎ গোয়েন্দাগিরি করতে থাকে। অতঃপর তার ধারণার সাথে কিছু মিল পেলেই তাই নিয়ে অবশেষে গীবতের মত জঘন্য হারামে লিপ্ত হয়।

১. বেশি বেশি ধারণা অনুমান করা:

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন : হে ঈমানদার লোকেরা, বেশি ধারণা অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ কোনো কোনো ধারণা- অনুমান পাপ। (সূরা হুজুরাত : ১২)

মানুষের পক্ষে সবসময় সবকিছু সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুমান বা ধারণার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকেনা। তাই ধারণা করা কোনো নিষিদ্ধ বিষয় নয়। বরং কোনো কোনো পরিস্থিতিতে তা পছন্দনীয়, আবার কোনো কোনো পরিস্থিতিতে অপরিহার্যও বটে, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জায়েয। কিন্তু ঐ সীমার বাইরে নাজায়েয এবং কোনো কোনো পরিস্থিতিতে একেবারেই নাজায়েয। তাই এ কথা বলা হয়নি যে, ধারণা বা খারাপ ধারণা করা থেকে একদম বিরত থাকো। বরং বলা হয়েছে, অধিক মাত্রায় ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। তাছাড়া নির্দেশটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করার জন্য আরো বলা হয়েছে, কোনো কোনো ধারণা পাপ। এ সতর্কীকরণ দ্বারা আপনা থেকেই বুঝা যায়, যখনই কোনো ব্যক্তি ধারণার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাবে কিংবা কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখন তার ভালভাবে যাচাই বাছাই করে দেখা দরকার, যে ধারণা সে পোষণ করছে তা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয় তো? আসলেই কি এরূপ ধারণা পোষণের দরকার আছে? এরূপ ধারণা পোষণের জন্য তার কাছে যুক্তিসংগত কারণ আছে কি? ঐ ধারণার ভিত্তিতে সে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করছে তা কি বৈধ? যেসব ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, এতটুকু সাবধানতা তারা অবশ্যই অবলম্বন করবে। লাগামহীন ধারণা পোষণ কেবল তাদেরই কাজ যারা আল্লাহর ভয় থেকে মুক্ত এবং আখিরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে উদাসীন।

২। মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানো নিষেধ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন :
"তোমরা দোষ খুঁজে বেড়িওনা।" (সূরা হুজুরাত : ১২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষের গোপন বিষয় তালাশ করতে নিষেধ করছেন। এই তালাশ খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হোক কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য করা হোক অথবা শুধু নিজের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য, শরীয়তের দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় তা নিষিদ্ধ। অন্যদের যেসব বিষয় লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে তা খোঁজাখুঁজি করা এবং কার কি দোষ-ত্রুটি আছে ও কার কি

কি দুর্বলতা গোপন আছে পর্দার অন্তরালে উঁকি দিয়ে তা জানার চেষ্টা করা কোনো মু'মিনের কাজ নয়। মানুষের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দু'জনের কথোপকথন কান পেতে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরে উকি দেয়া এবং বিভিন্ন পন্থায় অন্যদের পারিবারিক জীবন কিংবা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি খোঁজ করে বেড়ানো একটা বড় অনৈতিক কাজ। এর দ্বারা নানা রকম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এ কারণে একবার নবী ﷺ তাঁর খুতবায় দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন :

"হে সেই সব লোকজন, যারা মুখে ঈমান এনেছো কিন্তু ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়াবে আল্লাহ্ তার দোষ-ত্রুটির অন্বেষণে লেগে যাবেন। আর আল্লাহ যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।"

(আবু দাউদ)

হযরত মুয়াবিয়া রা. বলেন: আমি নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

"তুমি যদি মানুষের গোপনীয় বিষয় জানার জন্য তাদের পেছনে লাগো, তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং অন্তত বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেবে।" (আবু দাউদ)

"তোমাদের মনে কারো সম্পর্কে সন্দেহ হলে, অন্বেষণ করোনা।" (আহকামুল কুরআন-জাস্সাস)

অপর একটি হাদীসে নবী করীম সা. বলেছেন :

"কেউ যদি কারো গোপন দোষ-ত্রুটি দেখে ফেলে এবং তা গোপন রাখে তাহলে সে যেনো একজন জীবন্ত পুঁতে ফেলা মেয়ে সন্তানকে জীবন দান করলো।" (আল জাসাস)

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং সরকারের জন্যেও প্রযোজ্য । ইসলামী শরীয়ত নাহী আনিল মুনকারের (মন্দ কাজ প্রতিরোধের) যে দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছে তার দাবী এ নয় যে; সে একটি গোয়েন্দা

চক্র কায়েম করে মানুষের গোপন দোষ-ক্রুটিসমূহ খুঁজে খুঁজে বের করবে এবং তাদের শাস্তি প্রদান করবে। বরং যেসব অসৎ প্রবণতা ও দোষ-ক্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়বে কেবল তার বিরুদ্ধেই তার শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। গোপনীয় দোষ-ক্রুটি ও খারাপ চালচলন সংশোধনের উপায় গোয়েন্দাগিরি নয়। বরং শিক্ষা, উপদেশ নসীহত, জনসাধারণের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ এবং একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করাই তার একমাত্র

উপায়। এ ক্ষেত্রে হযরত উমার রা.-এর এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতে ছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি সামগ্রিক প্রশিক্ষণ এবং একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করাই তার একমাত্র উপায়। এ ক্ষেত্রে হযরত উমর রা.-এর এ ঘটনা অতীব শিক্ষাপ্রদ। একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতে ছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি প্রাচীর টপকে উঠে দেখলেন, সেখানে শরাব প্রস্তুত, তার সাথে এক নারীও। তিনি চিৎকার করে বললেন, ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই কি মনে করেছিস, তুই আল্লাহর নাফরমানী করবি আর তিনি তোর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবেন না? জবাবে সে বললো : আমীরুল মু'মিনীন, তাড়াহুড়ো করবেন না । আমি যদি একটি গুনাহ করে থাকি তবে আপনি তিনটি গোনাহ করেছেন । আল্লাহ তা'আলা দোষ-ক্রুটি খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনি দোষ-ক্রুটি খুঁজেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো । কিন্তু আপনি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন । আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ঘর ছাড়া অনুমিত না নিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া আপনি আমার ঘরে পদার্পণ করেছেন।” এ জবাব শুনে হযরত উমর রা. নিজের ভুল স্বীকার

করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না। তবে তিনি তার কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে কল্যাণ ও সুকৃতির পথ অনুসরণ করবে। (মাকারিমুল আখলাক-আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল খারায়েতী)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপন দোষ-ক্রুটি বের করা এবং তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়েয নয়। একটি হাদীসেও একথা উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী কারীম ﷺ বলেছেন :

“শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে, তখন তারা তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়।” (আবু দাউদ)

হ্যাঁ, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি খোঁজ-খবর নেয়া ও অনুসন্ধান করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে সেটা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। যেমন: কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণে বিদ্রোহের কিছুটা লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে তারা কোনো অপরাধ সংঘটিত করতে যাচ্ছে বলে আশংকা সৃষ্টি হলে সরকার তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে পারে। অথবা কোনো ব্যক্তিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় বা তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে চায় তাহলে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য সে তার সম্পর্কে
অনুসন্ধান করতে এবং খোঁজ-খবর নিতে পারে ।

৩। গীবত না করা।

পরিত্রাণের উপায় :

প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কর্মের হিসাব ও জবাবদিহিতার ভয় সর্বদা অন্তরে রাখতে হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء: ٣٦]

“যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না । অর্থাৎ
অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় এদের প্রত্যকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق١٨ :

“সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।”

গীবতের প্রকারভেদ

গীবতকে মোটাদাগে আমরা ২ ভাগে ভাগ করতে পারি
১. নাজায়েজ (হারাম)
২. জায়েজ (মাঝেমধ্যে উত্তমও)

নাজায়েজ গীবত: এই গীবতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন: মুসলিমের গীবত, অমুসলিমের গীবত, জীবিত ব্যক্তির গীবত, মৃত ব্যক্তির গীবত ইত্যাদি।

জায়েজ গীবত: কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা করা গুনাহের পর্যায়ে পড়ে না। যেমন:

১। জালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ: যদি কোনো ব্যক্তি কারো দ্বারা জুলুমের শিকার হয়, তবে এ ব্যাপারে সুরাহা করার জন্য শাসকের নিকট ওই জালিম ব্যক্তির সমালোচনা করা জায়েজ। এরূপ ক্ষেত্রে চুপ থেকে জুলুম সহ্য করাই বরং অনুচিত। কেননা এতে জালিম ব্যক্তির সাহস বেড়ে যাবে ফলে সে অন্যদের উপর ও জুলুম করবে। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়বে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন-

لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

“আল্লাহ কারো দোষ প্রকাশ করে দেয়া পছন্দ করেন না, তবে মাযলুম ব্যক্তি ছাড়া। আর আল্লাহ সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু
জানেন।”
(সূরা নিসা- ১৪৮)

হাদীসে এসেছে,

عن أبي هريرة قال : قال رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِينِي، فَقَالَ اِنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيْقِ، فَانْطَلَقَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُفَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : لِي جَارٌ يُؤْذِينِي، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল এ-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। রাসূল বলেন, "তুমি ফিরে গিয়ে তোমার বাড়ির সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ" । ফলে সে বাড়ি ফিরে গিয়ে সব সামগ্রী বের করে রাস্তায় রাখে। অতঃপর সব মানুষ জমা হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি হয়েছে তোমার? তিনি বলেন, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয় একথা আমি রাসূল -কে অবহিত করলে তিনি আমাকে বলেন, "ফিরে গিয়ে তোমার সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ" । একথা শুনে সবাই বলতে শুরু করে যে, আল্লাহ্ তুমি তার উপর (ঐ পড়শীর) লা'নত কর, তাকে
অপমানিত ও বেইজ্জত কর। অতঃপর এ. সংবাদ ঐ পড়শীর নিকট পৌঁছলে সে তার নিকট এসে বলে, ভাই! তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাও, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে আর কখনো এরূপ কষ্ট দেব না ।"
(আল-আদাবুল মুফরাদ, প্রতিবেশীর অভিযোগ' অনুচ্ছেদ, হা/১২৪)

২। মুসলমানকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে:

কোন মুসলমানকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য কারো প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা। যেমন, বিয়ের ব্যাপারে, কোন বিষয়ে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে, আমানত ও লেনদেনের ব্যাপারে। অন্য পক্ষের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তার কর্তব্য হল তাকে সঠিক কথা বলে দেয়া। এক্ষেত্রে যদি সে অন্য পক্ষের দোষ-ক্রুটি গোপন রাখে তবে অপর মুসলিম ভাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই এরকম ক্ষেত্রগুলোতে যতটুকু সত্যি জানা আছে, ততটুকুই বলতে হবে। বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা যাবেনা।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মু‘আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান ও আবু জাহাম ফাতেমা বিনতে কায়েসকে বিবাহের জন্য পায়গাম দেন, তখন তিনি তার বিবাহের ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর নিকট জানতে চাইলে রাসূল ﷺ তাকে উত্তম পরামর্শ দেন।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ
عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكَ لا مَالَ لَهُ انْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ
قَالَ انْكِحِيْ أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْت.

‘‘রাসূল বলেন, আবু জাহাম কখনই নিজ কাঁধ থেকে লাঠি ফেলে না
অর্থাৎ স্ত্রীকে মারধর করে আর মু'আবিয়া হচ্ছে নিঃস্ব ভবঘুরে তার কোন ধন-সম্পদ নেই। বরং তুমি উসামা বিন যায়েদকে বিবাহ করো । ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, আমি তাকে অপছন্দ করলাম কিন্তু রাসূল আবারও বললেন, তুমি উসামাকে বিবাহ করো। ফলে আমি তাকেই বিবাহ করলাম । বিবাহের পরে দেখলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মধ্যে বহু কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। ফলে আমি ঈর্ষাযোগ্য বহু কল্যাণ লাভ করে অনেক আনন্দিত হয়েছি।
(সহীহ্ মুসলিম, 'তালাক' অধ্যায়, 'আল-মুতাল্লাকাতু ছালাছান লা নাফাকাতা লাহা' অনুচ্ছেদ, হা/২৭০৯।)

৩। কোন বিষয়ে ফতোয়া চাওয়া:
যিনি ফতোয়া দেয়ার ক্ষমতা রাখেন তার কাছে কোন বিষয়ের সমাধানের উদ্দেশ্যে কারো দোষ বর্ণনা করা বৈধ। তবে এক্ষেত্রে কারো নাম উল্লেখ না করে ফতোয়া নেয়া সম্ভব হলে সেটাই করা উচিৎ। যেমন এভাবে বলা যে, কোন ব্যক্তি বা কোন স্বামী যদি এমন
আচরণ করে তাহলে তার ব্যাপারে ইসলামের সমাধান কী? এভাবে কাউকে নির্দিষ্ট না করেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব । তবে কাউকে চিহ্নিত করা জরুরি হলে সে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করাও জায়েয।
না । যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ
شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف.

“হিন্দা বিনতে উতবা একদা রাসূল -কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান খুবই কৃপণ মানুষ, সে আমার ও আমার সন্তানাদির পূর্ণ খরচ দেয় না ফলে আমি তার অজান্তে তার মাল নিয়ে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি। রাসূল বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের উত্তমুভাবে চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নিবে।” (সহীহ বুখারী, কিতাবুন নাফাকা)।

৪। ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ বন্ধ করতে:
ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ হচ্ছে এরকম হলে সেটা বন্ধ করার জন্য সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর আলোচনা করলে তা গীবত হবেনা। তবে এর উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে বলা যাবেনা।

৫। কাউকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে: কোন ব্যক্তি কোন দোষের কাজে বা পাপাচারে লিপ্ত থাকলে সেই সম্পর্কে এমন ব্যক্তিকে অবহিত করা গীবত হবে না, যে তাকে বারণ করতে পারবে, উপদেশ দিতে পারবে বা তার উপর প্রভাব খাটিয়ে তার সংশোধন করতে পারবে। কারণ এই ধরনের গীবতের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিরই উপকার হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কুফাবাসী অনেক ব্যাপারে তাঁর সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করে। অভিযোগসমূহের মধ্যে এক অভিযোগ এও ছিল, হযরত সাদ (রাঃ) ভালভাবে নামায পড়েন না এবং নামাযের সূরা কেরাআত ভালভাবে আদায় করেন না। হযরত ওমর (রাঃ) এ অভিযোগের ভিত্তিতে হযরত সাদ (রাঃ)-কে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর স্থলে হযরত আম্মার (রাঃ)- কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু অভিযোগকারীদেরকে কিছুই বললেন না। এর পর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সাদ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে লোকদের অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন । তিনি বললেন, হে সাদ! এসব লোক বলছে, তুমি ভালভাবে নামায পড় না। জবাবে হযরত সাদ (রাঃ) নিবেদন করলেন, যখন যোহর, আসর ও এশার নামায পড়ি, তখন

প্রথম দুই রাকআতে কেরাআত লম্বা করি এবং শেষ রাকআতে কেরাআত কম করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে নামায পড়তেন, আমিও সেভাবেই পড়ি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সা'দ তোমার আমার উপর এ আস্থাই ছিল, তুমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতই নামায আদায় করবে।
(বুখারী, বাব কিরাআতিল ইমাম ওয়াল-মামুম)

এ থেকে জানা গেল, কাউকে দোষমুক্ত করার সদিচ্ছায় তার সম্পর্কে
ঊর্ধ্বতন কারো কাছে অভিযোগ করা বৈধ। তা না হলে কুফাবাসী হযরত সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করতেন না। আর হযরত ওমর (রাঃ)-ও এর প্রতি কান দিতেন না। কেননা, গীবত করা আর শুনা সমঅপরাধ।

মহানবী ﷺ বলেন :

الْمُسْتَمِعُ شَرِيكَ الْمُغْتَابِين. َ

“গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীদের পাপে অংশীদার।”

সিরিয়ার গভর্নর হযরত উমার (রা)-র নিকট লিখে পাঠালেন, এখানে আবু জানদাল নামে এক ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি এই উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন যে, হযরত উমার (রা) তাকে উপদেশ দিলে হয়ত সে সংশোধন হয়ে যাবে। উমার (রা) নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করে একটি পত্র পাঠান :

حم . تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ
التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطول لا اله الا هو اليه المصير

“হা মীম। এই কিতাব (কুরআন) মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, প্রাচুর্যময়। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন”
(সূরা মুমিন : ১-৪)।

আবু জানদাল পত্রান্তরে উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং মদ্যপান পরিহার করে তওবা করেন (ইমাম গাযালীর ইয়া৷উলূমিল-দীন, অধ্যায় গীবত) ।

৬। হাদীস যাচাই করার জন্য বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করা :
হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের যেসব দোষ-ত্রুটি আছে তা যাচাই করা জরুরি। এটা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিশেষ প্রয়োজন। কেননা এর মধ্যে মুসলমানদের বৃহত্তম স্বার্থ রয়েছে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

"হে ঈমানদারগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তবে তার সত্যতা যাচাই করে নাও।" (সূরা হুজুরাত- ৬)

এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তা গ্রহণের পূর্বে সে খবরের সত্যতা কতটুকু তা যাচাই করতে হবে। যেন সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের পর কোন বিপদে না পড়তে হয়। তাই দ্বীনের হেফাযতের উদ্দেশ্যে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের রাবীদের দোষ-ত্রুটি পর্যালোচনা করে যয়ীফ ও জাল হাদীস থেকে সহীহ হাদীস বাছাই করে থাকেন ।

৭। প্রকাশ্য ফাসিক ও বিদআতকারী ব্যক্তির সমালোচনা :
যদি কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসিকী ও বিদআতী কাজকর্ম করে বেড়ায় যেমন, প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর যুলুম করে, কারো ধন-সম্পদ জোরপূর্বক আত্মসাৎ করে বা অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় তবে ঐ ব্যক্তির কার্যকলাপের সমালোচনা করা যাবে, যাতে লোকজন সতর্ক হতে পারে। বিদআত ইসলামে একটি হারাম কাজ। রাসূল ﷺ বলেছেন

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যার উপর আমাদের সমর্থন নেই তা পরিত্যাজ্য।” (বুখারী, মুসলিম হা: ৪৫৯০)

অতএব বিদআতীদের ডাকে সাড়া দেয়া উচিত নয়। আর জনসাধারণ যাতে বিদআতীদের দ্বারা প্রতারিত না হয় সেজন্য প্রত্যেক বিদআতীকে চিহ্নিত করে দেয়া উচিত।

সমাজে যাদের ফাসেকী ও বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ড স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে তাদের ঐসব প্রকাশিত বিষয় আলোচনা করা হারাম গীবতের শামিল হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الكَلاَمَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, উইয়াইনাহ্ বিন হিস্ নামক জনৈক ব্যক্তি রাসূল -এর সাক্ষাৎ করতে আসার অনুমতি চাইলে রাসূল বলেন, “তাকে অনুমতি দাও, সেতো আসলে স্বগোত্রীয় নিকৃষ্ট ভাই অথবা ছেলে। অতঃপর সে যখন প্রবেশ করল তখন রাসূল তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি তার সম্পর্কে এমন মন্তব্য করলেন আবার তার সাথে বিনয়-নম্রতার সাথে আলাপও করলেন, তিনি বললেন, হে আয়েশা! নিশ্চয় নিকৃষ্ট মানুষ সে-ই যাকে মানুষ বর্জন করে চলে অথবা তার ফাহেশী অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য দূরে থাকে ।” (সহীহ্ বুখারী, 'আদব' অধ্যায়, 'ফাসাদ ও সংশয় সৃষ্টিকারীর গীবত করা বৈধ' অনুচ্ছেদ, হা/৫৫৯৪।)

৮। পরিচয় দেয়া :

কোন ব্যক্তির বিশেষ উপাধি বা কোন শারীরিক ত্রুটির উল্লেখ করে তার পরিচয় দেয়া জায়েজ। তবে অপমান বা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। এসব ত্রুটি উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে সেটাই উত্তম। কিন্তু সম্বোধিত ব্যক্তি যদি মনে কষ্ট না নেয় এবং সে এ নামেই সমাজে পরিচিত হয় তবে তাকে ঐ নামে পরিচয় দেয়া জায়েয রয়েছে।

৯। যালিম সরকারের সমালোচনা করা :

সরকারকে দায়িত্ব দেয়া হয় দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য । কিন্তু সরকার যদি তা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা না করে জনসাধারণের উপর যুলুম বা অত্যাচার শুরু করে দেয় তবে সে সরকারের সমালোচনা করাতে দোষ নেই। কারণ সরকারের সাথে সকলের স্বার্থ জড়িত । সরকার যখন জনগণের উপর যুলুম শুরু করে দেয় তখন সরকারের যুলুমের কথা জনগণের মাঝে তুলে ধরা বৈধ।

গীবতের ধরণ

দৈহিক কাঠামোর গীবত:

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি খুবই স্থূলদেহী বা বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট অথবা খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, তাহার নাক কাটা। এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

একদা হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাফিয়্যার বেঁটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বলেন : হে আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করবে (আবু দাউদ, বাবুল গীবাত)।

বংশের গীবত:

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে। নবীজি ﷺ বলেন:

لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلا بِالدِّيْنِ أَوْ عَمَلَ صَالِحٍ

"দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই"।
বংশ নিয়ে গর্ব করা জায়েয নয় । রাসূল বলেন-

اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

"মানুষের মধ্যে দু'টি কাজ রয়েছে যা কুফরী। একটি হচ্ছে বংশের গর্ব করা । আর অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা ।" (মুসলিম হা: ২৩৬)

عَنِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِأَبَائِهَا ، فَالنَّاسُ رَجُلَان: بَر تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ . وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَنِنْ عَلَى اللهِ . وَالنَّاسُ بَنُو أَدَمَ ، وَخَلَقَ اللهُ أَدَمَ مِنْ تُرَابٍ ، قَالَ اللهُ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত, রাসূল মক্কা বিজয়ের দিন খুতবা প্রদানকালে বলেছিলেন, "হে লোকসকল! আল্লাহ তা'আলা জাহেলী যুগের সকল গর্ব ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। এখন মানুষ দুই প্রকার- এক প্রকার হচ্ছে সৎ ও পরহেযগার; তারা আল্লাহর কাছে সম্মানিত। আর এক প্রকার হচ্ছে অপরাধী ও হতভাগা। তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। আর সকল মানুষ আদম থেকে সৃষ্ট। আর আদমকে আল্লাহ মাটি থেকে বানিয়েছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানুষ সকল! আমি তোমাদেরকে একই নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তোমাদেরকে

বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরিচিতি লাভ করতে পার ।'(তিরমিযী হা: ৩২৭০)

দ্বীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কাজেই নিজেকে ও নিজের বংশকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অপরের বংশের দোষ-ত্রুটি বের করে তা প্রকাশ করা বা অপরের বংশকে গালি দেয়া ইসলামে বৈধ নয়। ইসলামে সকলেই সমান। প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলামানের ভাই। তাই কেউ কারো উপর প্রাধান্যযোগ্য নয়। কেননা প্রত্যেক মানুষ একই সত্ত্বা থেকে সৃষ্ট। প্রত্যেকেই আদম (আ) এর সন্তান। তবুও ইসলাম কোন কোন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে, তবে সেটা তাকওয়ার দিক থেকে। যে যত বেশি
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করবে সে তত বেশি মর্যাদা পাবে। স্বয়ং
রাসূল নিজ ক্রীতদাস যায়েদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন যে,
উভয়ের মধ্যে মনিব-ক্রীতদাস সম্পর্ক তা বুঝাই যেত না । যার কারণে সমগ্র আরবের মধ্যে তিনি যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (মুহাম্মদের ছেলে যায়েদ) নামে পরিচিত ছিলেন। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বিলাল একজন হাবশী ক্রীতদাস হওয়া সত্ত্বেও আরবের মুসলিমরা তাকে ঘৃণা না করে নিজেদের ভাই মনে করত। উমর (রা) তাকে ‘হে আমাদের সরদার' বলে সম্বোধন করতেন। অনেক সাহাবী ক্রীতদাস ছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয় এবং সমাজের বংশীয় ভেদাভেদ চিরতরে দূর করে দেয়। ধনী-গরীব, সাদা-কালো সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দেয়। তাই কোন মুমিন ব্যক্তির জন্য উচিত নয় যে, কারো বংশকে নীচু মনে করা এবং নিজের বংশকে বড় মনে করে অহংকার করা।

গুনাহের গীবত:

যেমন বলা অমুক ব্যক্তি মিথ্যা বলে, গীবত করে, চুরি করে, অথবা তার অন্তর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অমুক ব্যক্তি মদপান করে ইত্যাদি ।

কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু দোষত্রুটি অবশ্যই রয়েছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ থাকলে অপরের মধ্যে ঘৃণা করার অভ্যাস আছে। কেউ গীবত করে এবং কেউ গীবত শোনে। কেউ পরোক্ষে নিন্দা করে বেড়ায়, কেউ

মিথ্যা কথা বলে। একজন যিনায় লিপ্ত থাকলে অপরজন অন্যরূপ দুষ্কর্মে লিপ্ত আছে। মোটকথা কোন ব্যক্তিই দোষ থেকে মুক্ত নয়। অতএব যে কোন লোকের মধ্যকার যে কোন ধরনের ত্রুটির চর্চা করা সম্পূর্ণ অনুচিত। কারণ ত্রুটি চর্চাকারীও তো ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তাই কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার জন্য আল্লাহর নিকট সৎপথ কামনা করা উচিত, তার হিদায়াতের দোয়া করা উচিৎ। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা অনুচিত। এতে সে হয়তো তওবা করবে, অনুতপ্ত হবে অথবা যখন ভুল ভাঙ্গবে তখন তওবা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারো দোষের কথা মনে এলে নিজের দোষগুলো স্মরণ করবে। তাহলে এই পাপকাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে।

অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত:

কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা, যেমন সে ভীতু, দুর্বল, বেশি ঘুমায়, অলস, পেটুক, বেশি কথা বলে, কর্মবিমুখ, উঠাবসা ও চলাফেরায় ভদ্রতার পরিচয় দেয় না, স্ত্রীর কথায় উঠে বসে, মানুষকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি।

আরবে দস্তুর ছিল, একজন অন্য জনের সেবা পরিচর্যা করত । একবার হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সফরে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন এক নিঃস্ব গরীব সেবক। এ সেবক সব সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর সেবা পরিচর্যা করতেন। এক জায়গায় তাঁরা চলায় বিরতি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের ঘুমানোর পরে সেবক বেচারাও ঘুমিয়ে পড়েন। কোন খাদ্য প্রস্তুত করেননি। এক সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, লোকটা খুব বেশী ঘুমায়। অতঃপর তাঁরা সেবককে জাগিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পাঠান। তিনি খেদমতে পৌঁছে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সালাম বলেছেন এবং কিছু আহার্য

চেয়ে পাঠিয়েছেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তারা দুই জন তো পরিতৃপ্ত হয়েই খেয়েছে। তাঁরা এ সংবাদ পেয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা কি খেলাম? তিনি এরশাদ করলেন, আজ তোমরা এ সেবকের গোশত খেয়েছ। আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। এ ঘটনা শুনে তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, শুধু আল্লাহ তা'আলার দরবারে

ক্ষমা প্রার্থনাই এ জন্য যথেষ্ট নয়। তোমাদের উচিত এ সেবককে সন্তুষ্ট করা। তোমরা তাকেই বল, সে যেন আল্লাহর দরবার থেকে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয়। (তাফসীরে দোররে মনসূর জিয়া মাকদেসীর সূত্রে)

দারিদ্র্যতার কারণে কারো সমালোচনা করা :

দারিদ্র্যতার কারণে কোন মুমিনকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা ও অপরের কাছে বলে বেড়ানো এটাও এক প্রকার গীবত। সমাজে ধনী-গরীব সবধরণের লোক বসবাস করে। অনেক ধনী রয়েছে যারা সমাজের গরীব ব্যক্তিদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে থাকে। এমনকি তাদের সম্পর্কে নানা ধরণের অহেতুক সমালোচনাও করে থাকে, এটা বৈধ নয়। কেননা দারিদ্র্যতা তো আল্লাহই দিয়েছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কিছু কিছু বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন । এ ব্যাপারে দোষ ধরা আল্লাহর সৃষ্টিতে দোষ ধরার শামিল। অপর দিকে ব্যক্তি মনে কষ্ট পাবে বলে এটা গীবতের পর্যায়েও পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَلَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পুরুষেরা যেন অপর পুরুষদের বিদ্রূপ না
করে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় অনেক ভাল। আর মহিলারাও যেন অপর মহিলাদের বিদ্রূপ না করে। কেননা হতে পারে তারা এদের তুলনায় ভাল।” (সূরা হুজুরাত : ১১)

কারো পোশাকের সমালোচনা:

প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্য ও রুচি অনুযায়ী নানা ধরণের পোষাক পরিধান করে থাকে। এতে কারো পোষাক নিম্ন মানের হয়, আবার কারো পোষাক হয় উচ্চ মানের। এক্ষেত্রে কারো পছন্দের সাথে অপরের পছন্দের মিল থাকে না। তাই কেউ কারো পোষাক সম্পর্কে অসৎ উদ্দেশ্যে সমালোচনা করা উচিত নয়। যেহেতু এ ধরণের আলোচনা মানুষের মনে কষ্ট দেয় তাই এটাও গীবতের মধ্যে গণ্য হবে ।

পোশাকের গীবত সম্পর্কিত একটি ঘটনা আলোচনা করা হলো।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, অমুক মেয়েলোকের আঁচল
খুবই লম্বা। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আয়েশা! তুমি তো তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা আবশ্যক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, থুথু ফেললে আমার মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেন,

"তুমি যদি তুচ্ছ জ্ঞান করে বল, অমুকের কাপড় অত্যন্ত ছোট বা অত্যন্ত বড়, তা হলে এও তার গীবত করা হলো।" (তাম্বীহুল গাফেলীন : গীবত অধ্যায়)

ন
ইবাদাতের মধ্যে কমবেশি প্রায় সকলের কোন না কোন ত্রুটি থেকে যায়। তা না জানার কারণেও হতে পারে অথবা অলসতার কারণেও হতে পারে। তাই বলে কারো ইবাদাতের মধ্যে কী কী ভুল-ত্রুটি রয়েছে তা তাকে না জানিয়ে অন্যের সাথে সমালোচনা করে মনে প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করা গীবত। সুতরাং কেউ যদি কারো ইবাদাতে কোন ভুল-ত্রুটি দেখতে পায় তাহলে তার কর্তব্য হল, এটা নিয়ে নিজে পাপের সাথে না জড়িয়ে ঐ ব্যক্তিকে সংশোধন করে দেয়া।

'এক লোক আরেক লোক সম্পর্কে বলল, আমি আল্লাহর উদ্দেশে
অমুকের সাথে শত্রুতা রাখি। যাঁর সম্পর্কে এরূপ বলা হল, তিনি জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লহ ﷺ! অমুক আমার গীবত করেছে এবং আমার সাথে শত্রুতা পোষণের কথা বলেছে। আপনি তাঁকে ডাকিয়ে আমার ইনসাফ করুন। নবীজি ﷺ গীবতকারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি
কেন অমুকের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর? তিনি বলতে শুরু করলেন আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্ত ব্যতীত কোন নামাযই পড়ে না । রমযানের রোযা ব্যতীত কোন নফল রোযা রাখে না। ফরয যাকাত ব্যতীত কখনো সদকা দেয় না। এসব কারণে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। যাঁর গীবত করা হয়েছে, তিনি উল্লিখিত অভিযোগসমূহ শুনে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি কোন ফরয আদায়ে ত্রুটি করি? রাসূলুল্লাহ ﷺ গীবতকারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সে ফরযসমূহ আদায়ে কোন প্রকার ত্রুটি করে না, যেহেতু সে নফল এবাদত করে না, তাই আমার অন্তর তার প্রতি খাপ্পা। রসূলুল্লহ ﷺ এ কাহিনী শুনে শত্রুতাপোষণকারী এবং গীবতকারীকে বললেন, উঠ! তুমি যার সাথে শত্রুতা পোষণ করছ এবং গীবত করছ, সম্ভবতঃ পরিণামে সে তোমার থেকে উত্তম। অতএব, তার গীবত করা এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ তোমার জন্য অসমীচীন।(এহইয়াউল উলূম : আসবাবুল গীবত অধ্যায়)

একদিন হযরত শেখ সাদী (রঃ) এমন কতিপয় লোকের গীবত করেন
যারা তাহাজ্জুদের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। বললেন, কতই না ভাল হত, যদি এরা জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়ত। একথা শুনে তাঁর আব্বা বললেন, কতই না ভাল হত যদি তুমি ঘুমিয়ে যেতে এবং এ গীবত থেকে বেঁচে থাকতে।

অমুসলিমের সমালোচনা করা :
অনেকে মনে করতে পারে শুধুমাত্র মুসলিমদের গীবত করা হারাম। এটি
একটি ভুল ধারণা। অপ্রয়োজনে অমুসলিমদেরও এমন দোষ অপরের কাছে বলে বেড়ানো বৈধ নয় যার ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা ব্যহত হয়। তবে ইসলামের স্বার্থে অমুসলিমদের ইসলাম বিরোধী বা সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা যায়।

মৃত ব্যক্তির সমালোচনা করা :
জীবিত ব্যক্তিদের গীবত যেমনি হারাম তেমনি কোন মৃত ব্যক্তির দোষচর্চা করাও হারাম। রাসূল এ বিভিন্ন হাদীসে এ সম্পর্কে সতর্ক
করেছেন। তিনি বলেন-

إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ وَلَا تَقَعُوا فِيهِ

“তোমাদের কোন সাথী যখন মারা যায় তখন তাকে ছেড়ে দাও আর তার সমালোচনায় লিপ্ত হয়ো না ।” (আবু দাউদ হা- ৪৯০১)

তাছাড়া মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিও মৃত ব্যক্তির গীবত করাকে সমর্থন করে না। যেমন- প্রথমত: আমরা মৃতদের গীবত করতে পারি; কিন্তু তারা আমাদের গীবত করতে পারে না। যারা আমাদের গীবত করছে না আমরা কেন তাদের গীবত করব?

দ্বিতীয়ত: মৃত ব্যক্তির দ্বারা আমরা সর্বদা উপকৃত হই। কেননা কবর

আমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করে। তাই তাদের এ উপকারের প্রতিদানস্বরূপ আমাদেরও উচিত মৃতদের দোষচর্চা না করে তাদের জন্য দোয়া করা ।

তৃতীয়ত, মৃত ব্যক্তির গীবত স্বভাবতই তার বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের মনে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর কোন মুসলিমের পক্ষে উচিত নয় অপর মুসলিমকে কষ্ট দেয়া। এটা রাসূল নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন-

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও জ্বিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।” (মুসলিম হা: ১৭১)

মায়েয বিন মালেক আল-আসলামী আযাব থেকে বাঁচার জন্য যখন নিজের যেনার অপরাধের কথা রাসূল ﷺ -এর সামনে স্বীকারোক্তি দিলেন, তখন তিনি তাকে যেনার শাস্তি হিসাবে রজমের (পাথর মেরে হত্যার) নির্দেশ দেন। ফলে তাকে রজম করা হলে সাহাবীদের মধ্য হতে দু'জন ব্যক্তি তার প্রতি ব্যঙ্গ করে একে অপরকে বলাবলি করে যে, দেখ! তাকে কুকুরের ন্যায় রজম করা হয়েছে। একথা শুনে রাসূল চুপ থাকলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ সময় পথ চলার পর একটি মৃত গাধার দুর্গন্ধময় লাশের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে ঐ দুই ব্যক্তিকে ডেকে বলেন, যাও এই মরা গাধার গোস্ত খাও, তারা বলে, হে আল্লাহর রাসূল! কেউ কি এই গাধার পচা দুর্গন্ধময় গোস্ত খায়? রাসূল বলেন, কিছুক্ষণ পূর্বেই তোমাদের ভাইয়ের সম্মানের ব্যাপারে সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছিলে। তাতো এই গোস্ত ভক্ষণের চেয়েও মারাত্মক কঠিন ছিল। আল্লাহর কসম! সেতো এখন জান্নাতের নহর সমূহে আনন্দে বিরাজ করছে।

(আবু দাউদ, 'কিতাবুল হুদুদ', 'রজমে মায়েয' অনুচ্ছেদ)

যেসব উপায়ে গীবত হয়ে থাকে

১.যবানের মাধ্যমে গীবত :

যবানই হচ্ছে গীবত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গীবত সংঘটিত হয় এ যবান দ্বারাই। এজন্য নিজেদের যবানের হেফাযত করা প্রতিটি মুমিনের একান্ত কর্তব্য। রাসূল বলেন-

مَنْ يَضْمَنْ فِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ

“যে ব্যক্তি তার দু'পা ও দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব নিতে পারবে অর্থাৎ মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিনদার হব।” (বুখারী হা: ৬৪৭৪)

অপর হাদীসে তিনি বলেন-

مَنْ صَمَتَ نَجا

“যে ব্যক্তি চুপ থাকল সে মুক্তি পেল ।" (তিরমিযী হাঃ ২৫০১)

অন্য হাদীসে নবী বলেন-

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“যে আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নিরবতা পালন করে ।” (বুখারী হা: ৬০১৮, মুসলিম হা: ৪৭)

ইশারা-ইঙ্গিতে গীবত করা :

ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে অন্যের দোষ প্রকাশ করাও গীবত। যে কোন কারণে সরাসরি নাম উল্লেখ না করে যদি এমনভাবে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা হয় যাতে বুঝা যায় যে, সে অমুক ব্যক্তির সমালোচনা করছে তবে তা গীবত বলে গণ্য হবে। যেমন- কাল তার নিকট এই এই স্বভাবের লোক এসেছিল,

আর শ্রবণকারী ব্যক্তিও চিনে নিল যে, সে কোন ব্যক্তি; তখন এটাও ঐ ব্যক্তির জন্য গীবত হয়ে যাবে । কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে তার অন্য ভাইয়ের দিকে এমনভাবে ইঙ্গিত করবে যা তাকে কষ্ট দেয়।

লেখনীর মাধ্যমে :
মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে লেখনী। অনেক সময় এ লেখনীর দ্বারাও গীবত সংঘটিত হয়ে থাকে। লেখনীর দ্বারা যদি কারো দোষ বর্ণনা করা হয় সেটাও গীবতের মধ্যেই পড়বে।

অন্তরের মাধ্যমে গীবত করা : কারো সম্পর্কে অহেতুক খারাপ ধারণা করা ইসলামী শরীয়তে হারাম। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এটা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা এমন রয়েছে যা গুনাহ।” (সূরা হুজুরাত : ১২)

কানের মাধ্যমে গীবত করা :
শুধুমাত্র অন্যের দোষ বলে বেড়ানোকেই গীবত বলে না বরং অন্যের দোষ শুনে প্রতিবাদ না করাটাও এক ধরণের গীবত। গীবত করা যেমন গর্হিত কাজ তেমনি তা শ্রবণ করাও গর্হিত কাজ। কেননা গীবত শ্রবণকারী গীবত না শুনলে এই পাপ হত না। তাই দু'জনেই অপরাধি। মুমিনের উচিত কানের হেফাযত করা। কারণ আল্লাহ বান্দার কান সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। মহান আল্লাহ বলেন-

اِنَّ السَّبْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

“কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর এগুলোর প্রত্যেকটির বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।” (সূরা বনী ইসরাঈল- ৩৬)

সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত:

সরাসরি যেমন গীবত হতে পারে তেমনি অভিনয়ের মাধ্যমেও গীবতের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। সরাসরি: যেমন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক তার দোষক্রুটি বর্ণনা করা। অভিনয়ের মাধ্যমে: যেমন অন্ধ, খঞ্জ, বোবা ইত্যাদি সেজে অভিনয় করে তাদের দোষক্রুটির প্রতি ইংগিত করা অথবা সমালোচনার উদ্দেশে কারো চালচলন, কথন, পোশাক পরিধান ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا

"আমি পরানুকরণ পছন্দ করি না, এত এত সম্পদের বিনিময়েও না"
(তিরমিযী)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) কোন মহিলাকে অনুকরণ করে দেখালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

"কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়, অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়" (ইহয়া উলূমিদ দীন, বাবুল গীবাত)।

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ

গীবত মূলত শয়তানের ওয়াসওয়াসা। শয়তানের প্রধান লক্ষ্যই মানুষকে পথভ্রষ্ট করা। এ কারণে মানুষ অনিচ্ছায়ও গীবতে লিপ্ত হয়। কিন্তু খুব কম লোকই তা ধরতে পারে। তাছাড়া মানুষ সাধারণভাবে যেসব কারণে গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে তা হলো:

১। ক্রোধ:

গীবতের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ক্রোধ। মানুষ যখন কোন কারণে কারো উপর রাগান্বিত হয় তখনই তার গীবত শুরু করে দেয়। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য অপরের দোষচর্চা করে থাকে। যদি কোন মানুষ তার সাথে কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে তাহলে তার অন্তরে ক্রোধের বীজ রোপিত হয়, ফলে দুনিয়াবী সামান্য কারণে রাগের বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ

গ্রহণের জন্য যেখানে-সেখানে তার.বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়, ক্রোধ সংবরণ করতে পারে না। অথচ ক্রোধ সংবরণ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিত্রাণের উপায় :
ক্রোধ সংবরণ ও ক্ষমার উত্তম ফলাফলের কথা হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে। কেননা ক্রোধ সংবরণ ও মানুষকে ক্ষমা করতে পারলেই আল্লাহ্ দুনিয়াতে মান-সম্মান ও ইজ্জত বৃদ্ধি করবেন। ফলে আপোষে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে, সুষ্ঠু সমাজ গড়তে সহযোগিতা করবে। শুধু এখানেই সীমিত নয়; বরং দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে মহা সুখময় স্থান জান্নাত দান করবেন।

ক্রোধ সংবরণকারীর মর্যাদা :
ক্ষমা করা মুমিনের মহৎ গুণ এবং এই ক্ষমার ফলে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে মান-সম্মান বৃদ্ধি করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَسَارِعُوْا إِلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُنفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ
وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤]

"তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল তথা সর্বাবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন ।"
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৩-১৩৪)

যে ব্যক্তি রাগের বশবর্তী হয়ে গীবত করল সে তো তার ক্রোধ সংবরণ করল না। ক্ষমা করতেও শিখল না। রসূলুল্লহ ﷺ বলেন,

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ

الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنْ الْحُورِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ

"যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের ক্রোধ সংবরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্মান দেয়ার জন্য ক্বিয়ামতক্ষমাশীল, আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"

(মুসনাদ আহমাদ, হা/১৫০৮৪; আবু দাউদ, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'মান কাযামা গায়যান' অনুচ্ছেদ হা/৪১৪৭; ইবনু মাজাহ্, 'আয-যুহুদ' অধ্যায়, 'আল-হুম' অনুচ্ছেদ, হা/৪১৭৬, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। দ্র. সহীহ্ ও যঈফ ইবনু মাজাহ, হা/৪২৮৬)

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ
أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

"সাদাকার কারণে মাল কোন অংশে কমে না এবং ক্ষমার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর কোন বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অনুগত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন ।"

অতএব মহান আল্লাহর নিকট এত বড় সম্মানিত পুরস্কারের কথা কি
বিবেকবানদের মনে আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি করবে না? বিপরীতে
মানুষের গীবত চর্চায় লিপ্ত হওয়ার কারণে প্রতি মুহূর্তে পুণ্য হারাচ্ছে এবং অন্যের গোনাহের বোঝা নিজ কাঁধে এসে অর্পিত হচ্ছে তা কি ভেবে দেখবে না? আমাদের ভাবা দরকার যে, জীবনের একটি দিনও কি।আমরা গীবতের মত জঘন্য পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

২। শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ :
দুনিয়াবী সামান্য কোন ব্যক্তিগত কারণ নিয়ে মানুষ শত্রুতে পরিণত হয়। অবশেষে এরই সূত্র ধরে গীবতে লিপ্ত হয়। তেমনিভাবে অন্যের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের

ধ্বংস কামনা কল্পে মানুষ নিজে থেকেই গীবত চর্চা শুরু করে। কোন মজলিসে যদি খ্যাতিমান কোন জনপ্রিয় ব্যক্তির সুনাম ও প্রশংসা করা হয় অথবা আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন নিয়ামাতের উল্লেখ করা হয় আর তা কোন হিংসুক ব্যক্তি শোনে তখন সে হিংসার বশবর্তী হয়ে ঐ সম্মানিত ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার হীন উদ্দেশ্যে গীবতে লিপ্ত হয়। চিন্তা করে যে, অমুক ব্যক্তি এত ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদার অধিকারী হয়ে গেছে আর আমি তার তুলনায় কিছুই পাইনি। আল্লাহ্ তাকে যা দান করেছেন তাতে সে পরিতৃপ্ত নয় এবং অন্যকে যা দান করেছেন তাতেও সে আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। সর্বদা মনের মধ্যে হিংসার আগুন জ্বালিয়েই রাখে। ফলে হিংসার বশবর্তী হয়ে ঐ নেয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তির নেয়ামতকে ক্ষুণ্ণ বা ধ্বংস করার জন্য কু-মতলব অন্তরে রেখে ছোট-খাট বিষয় নিয়ে অন্যের সামনে হিংসাত্মক কথা ও আচরণ পেশ করে থাকে যা স্পষ্ট গীবতের শামিল।

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ [النساء[٥٤ :

"মহান আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সেজন্য কি তারা
তাদের হিংসা করে?" (সূরা নিসা, আয়াত ৫৪)

এই গীবতের ফলে ঐ ব্যক্তির কোনই ক্ষতি হয় না; বরং সে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে আরো মর্যাদায় উন্নীত করে এবং নিজের পুণ্যের (নেকির) ঝুলি থেকে গীবতের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে দিতে থাকে ও তার গোনাহের বোঝা নিজের কাঁধে চাঁপিয়ে নিতে থাকে, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ اوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ
قَبْلَ أَنْ لا يَكُوْنَ دِينَارٍ وَلَا دِرْهَم

তার কোন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। কেননা সেদিন তার মাফ নেয়ার কোনই উপায় থাকবে না'।'

পরিত্রাণের উপায় :

দুনিয়া ও আখেরাতে হিংসার মারাত্মক পরিণতির কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই হিংসার কারণেই দুনিয়া ও আখেরাতে সে নিজে যেমন ছোট হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে তার মান-মর্যাদা অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরও হুঁশিয়ার থাকতে হবে, যেন হিংসার বশবর্তী হয়ে জীবনে উপার্জিত সমস্ত নেকি বরবাদ না হয়ে যায় ।

হিংসাকারী মূলতঃ দু'টি ঘৃণ্যতম পাপে লিপ্ত হয়। যথা- হিংসা ও গীবত ।
আর দু'টিরই পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,
রাসূল ﷺ বলেন,

لا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَسُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِيٍّ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَام دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُه

"তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও অকল্যাণ কামনা করো না, পরস্পর ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করো না এবং দোষ-ত্রুটিও তালাশ করে বেড়িও না। আর অন্যের বেচা-কেনার মধ্যে শরীক হয়ো না (কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই দাম বৃদ্ধি করো না। অর্থাৎ দালালী করো না); বরং আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে সবাই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব ঐ ভাইয়ের প্রতি কোন ধরনের যুগ্ম অত্যাচার করবে না, সাহায্য-সহযোগিতাও বর্জন করবে না এবং তুচ্ছও মনে করবে না। অতঃপর স্বীয় বুকের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনবার বলেন, তাকওয়া এখানে । কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান এবং ইজ্জত হরণ করা হারাম।

৩। কাউকে অপমান করার জন্য :
যখন কোন ব্যক্তি কারো উপর নাখোশ হয় তখনই তাকে সে অপমান করার ইচ্ছা পোষণ করে। কোন ব্যক্তিকে অপমান করার উদ্দেশ্যে মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৪। নিজের ত্রুটির প্রতি নজর না দেয়া :
সর্বদা নিজকে অনেক বড় ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত ভেবে অন্যের ত্রুটির সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া। নিজের ত্রুটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলﷺ বলেন,

يَبْصُرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيْهِ ، وَيَنْسَى الْجَذْعَ فِي عَيْنِه

"তোমাদের অনেকেই অন্যের চোখের সামান্য খড়-কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখের উটও দেখতে পায় না।" অর্থাৎ অন্যের সামান্য ত্রুটিকে অনেক বড় দেখে আর নিজের মারাত্মক ত্রুটিকেও খুবই সামান্য ত্রুটি বলে মনে করে। এমনকি অনেক সময় ত্রুটি হিসাবে গণ্যই করে না। ফলে সে অন্যের ত্রুটি নিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়।

পরিত্রাণের উপায়:
অন্যের ত্রুটি তালাশ না করে বরং আল্লাহ্র আযাবের ভয় অন্তরে রেখে নিজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সার্বিক দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অতঃপর সেই ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে। সেই সাথে লজ্জা-শরমও করতে হবে যে, নিজে দোষ-ত্রুটির অধিকারী হয়ে অন্যের ত্রুটি কিভাবে গর্বের সাথে বর্ণনা করে বেড়াব?

রাসূল ﷺ বলেন,

لَوْ لَمْ تَكُوْنُوْا تُذْنِبُوْنَ خَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ الْعُجْب

"তোমরা যদি গোনাহ্ নাও কর তবুও আমি তোমাদের উপর এর

চাইতেও বড় বিষয়ে পতিত হওয়ার আশংকা করি, তা হলো অহমিকা।"
(শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। দ্র. সিলসিলা সহীহাহ্, অধ্যায় নং ৬৫৮, ২/২৬৩)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْض مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُل

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৮)

অতএব আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সকল প্রকার অহংকার বর্জন করে গীবত মুক্ত জীবন যাপনের জন্য সার্বিক প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন । গীবত ও বরং এই চরিত্রের অধিকারীগণ নিঃসন্দেহে পরকালে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীনও হবেন।

৫। কথার তাল মিলানোর জন্য :
কাউকে গীবত করতে দেখলে অনেক সময় কথার তাল মিলাতে গিয়ে
অন্যরাও গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৬। অহংকার ও আত্মগর্ব:
বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অপর মুসলিম ভাইকে হীন ও তুচ্ছ ভেবে তার দোষ-ত্রুটি ও অবস্থান নিয়ে প্রত্যেক মজলিসেই তিরস্কার ও উপহাস করে থাকে । যেমন এরূপ বলে যে, আরে অমুকতো গর্ধব, তার কোন বোধ-শক্তি নেই। আসলে নিজের প্রশংসা করা এবং জ্ঞান-বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়ার জন্যই এরূপ বলে থাকে। আবার বলে যে, কারো সম্পর্কে সমালোচনা করা আমার অভ্যাস নেই অথবা আমি কারো গীবত করাও পছন্দ করি না। এতে তার অন্তরের

অস্বচ্ছতাই প্রমাণিত হয়। অথচ তিরস্কার করে মানুষকে হীন ও ছোট করা ইসলামে হারাম। যদি সে সত্যই কম জ্ঞানের ও বুঝের অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলে তো স্পষ্ট গীবতে লিপ্ত হয়ে গেল আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে তো মিথ্যা অপবাদ দেয়া হলো। এ দু'টোই চরম অপরাধ। এ ধরনের জঘন্য অন্যায় ত্যাগ করা অবশ্য জরুরী।

পরিত্রাণের উপায় :
নিজের জ্ঞানের পরিধি প্রকাশ করে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অন্যের যে সমস্ত দোষ-ত্রুটির কথা মানুষের সামনে বর্ণনা করা বৈধ নয় সেগুলি উপহাস ও তিরস্কারবশতঃ উল্লেখ করা থেকে সাবধান হতে হবে এবং নিজেকে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। সেই সাথে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকেও নিজেকে বিরত রাখতে হবে । মানুষ অনেক ক্ষেত্রে খুবই নগণ্য ভেবে এমন কথা উচ্চারণ করে থাকে যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিশ্চিত হয়ে যায়। যা নিম্নোক্ত
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

عَنْ بِلالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا
بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الرَّجُل
الله عر وجل بها عليه سحطه إلى يومِ القِيَامه. قال فكان علقمه يقول
كَمْ مِنْ كَلَامٍ قَدْ مَنَعَنِيْهِ حَدِيثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِث

বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল বলেছেন, ‘মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যেটাকে সে বড় পুণ্যের কথা মনে করে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এরই বিনিময়ে কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি তার জন্য লিখে দেন। পক্ষান্তরে সে কোন সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কথা উচ্চারণ করে যেটাকে সে তেমন কোন বড় গোনাহের কথা বলে মনে করে না, কিন্তু এরই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় অসন্তুষ্টি লিখে দেন। আলকামা বলতেন, বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী বর্ণিত এই হাদীসটির শিক্ষা আমাকে বহু কথা হতে বিরত রেখেছে।”
অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نَسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بالألقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيْمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الحجرات: ١١]

"হে মুমিনগণ! কোন সম্প্রদায় (পুরুষ) যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারীও যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীনি অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করোনা এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামেও ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তাওবা করে ফিরে না আসে তারাই যালিম।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,
"অতএব তোমরা নিজেদের আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই (আল্লাহ্) অধিক জানেন প্রকৃত মুত্তাকী কে।" (সূরা আন-নাজম, আয়াত ৩২)

অহংকারের কারণেই মানুষ নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট ভাবতে শুরু করে। নিজের সব কিছুকেই মনে করে গুণ, আর অন্যের সবকিছুই মনে করে দোষ। যেমন কারো এ কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি একবারেই মূর্খ, তার কোন বোধশক্তি নেই। এ কথার দ্বারা সে বুঝাতে চায় যে, সেই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত। এভাবে ব্যক্তি নিজের এহেন অহংকার ও আত্মগর্বের কারণে গীবতের মত নিকৃষ্ট কাজে জড়িয়ে পড়ে।

৭। হাসি-তামাশা ও ঠাট্টাচ্ছলে :
হাসি-তামাশা ও ঠাট্টাচ্ছলে মানুষ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। তবে সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

৮।. অন্যের কাজকে খারাপ মনে করার কারণে :

অন্যের কোন কাজ খারাপ লাগলে মানুষ ঐ কাজের সমালোচনা করতে গিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৯।পার্থিব সম্মান লাভের আশায় :

অফিস-আদালত, কল-কারখানা কিংবা অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা মালিক পক্ষের নিকট নিজের সুনাম অর্জনের জন্য অথবা প্রোমোশন বা পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির আশায় মাধ্যম হিসাবে জন্য কর্মচারী বা সহকর্মীর দোষ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা মালিক পক্ষের নিকট বর্ণনা করা এবং এর উপরই পদমর্যাদা বা ভাতা বৃদ্ধির ভরসা করা। এতে ঐ বাকি যেমন স্পষ্ট গীবতে লিপ্ত হলো ঠিক তেমনিভাবে গইরুল্লাহর উপরও ভরসা করল। শরী'আতের দৃষ্টিতে দু'টিই মারাত্মক অপরাধ। অথচ মুমিনদের ভরসার স্থল হলো একমাত্র আল্লাহ্।

পরিত্রাণের উপায় :

সর্বপ্রথম ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি গভীর বিশ্বাসী হতে হবে। আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, ভাল-মন্দ, দুঃখ-কষ্ট, মান-সম্মান ও ধন-দৌলতের সমৃদ্ধি কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুটির মাধ্যমেই আসে কোন মানুষের সন্তুষ্টিতে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

َّفل افرايتم ما تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إِن أَرَادَنِي اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُن
كلشيفات ضره أو أرادني يرحمَةٍ هَلْ هُنَّ مُشيكات رَحْمَتِهِ قُلْ حَسَبي
الله عَلَيْهِ يَتوكَّل المتوكلون [الزمر: ٣٨)

“বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে আহ্বান কর তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

ُقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك مِمَّن تَعْنَاه
ٌوتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير
تولج النيل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت

٢٩ :والخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب [آل عمران

”বলুন, হে আল্লাহ্! ভূমিই তো সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্য ও ক্ষমতা দান কর এবং যাকে ইচ্ছা রাজ্য ও ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানী ও পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা হীন ও অপমানিত কর, তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনো এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের করো। অর্থাৎ মৃত হতে জীবের আবির্ভাব ঘটাও আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও এবং তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক তথা জীবনোপকরণ দান করো।" আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضركَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّن
الظَّالِمِينَ، وَإِن يَمْسَكَ الله يضر فلا كافيف لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرَبِّكَ بِخَيْرِ
فلا رَادُ لِفَضلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ (بونس:

“আর আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে আহ্বান করবে না, যে তোমার ভালও করতে পারে না এবং মন্দও করতে পারে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে তখন তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে তিনি
ব্যতীত তা খণ্ডন করার মত আর কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান তাকেই দান করেন। বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ বহু আয়াত কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও হাদীসে এসেছে রাসূল এর বলেন,

من التمس رضا الله يسخط النَّاسِ كَذَا اللَّهُ مَؤلَةَ النَّاسِ وَمَنِ الثمين
رضا النَّاس بمسخط اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاس

“যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সার্বিক বিষয়ে যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মানুষের প্রতিই নির্ভরশীল করে দেন। রাসুল ﷺ বলেন,

وْ إذا سألت فَاسْأَلِ الله وَإِذا استعنت فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّهُ لَو
ُاجتمعت على أن يتوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّه
ْلك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْم لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَد
كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْك

“তুমি যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই সাহায্য কামনা করবে। আর জেনে রেখো! উম্মতের সমস্ত লোক যদি তোমার উপকার করার জন্য সমবেত হয়, তবুও তারা আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত কোনই উপকার করতে সক্ষম হবে না অনুরূপভাবে তারা যদি তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য সমবেত হয়, তাহলেও আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তার অতিরিক্ত কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

১০। মর্যাদায় সমপর্যায়ে পৌঁছালে অহংকার প্রকাশ পায় :

শ্রেণী, পেশা ও স্তরভেদে কোন ব্যক্তি যখন মান-সম্মান, শিক্ষা-দীক্ষা ও ধন-সম্পদে সম পর্যায়ে পৌছে যায় কিংবা অগ্রগামী হয়ে যায়, তখন নিজের শিক্ষা, জ্ঞান-গরীমা ও আত্মঅহংকার এবং গৌরব প্রকাশের জন্য সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষকে তুচ্ছ ভেবে নিজের বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রকাশ করতে গিয়ে অন্যের গীবতে লিপ্ত হয়। এরূপ অবস্থা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়। এমনকি আলেম-ওলামার মাঝেও এই ব্যাধি দেখা যায়। অতএব এরূপ ব্যক্তি যেমন গীবতে লিপ্ত হলো তেমনিভাবে নিজেকে অহংকারী হিসাবেও প্রকাশ করল অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এ দু'টিই মারাত্মক অন্যায় । রাসূল এর ভাষায় অহংকার হল, “সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা ।”

অতএব অন্যের শিক্ষা-দীক্ষা ও মান-সম্মান এর বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা হলো এবং অপরদিকে তাকে তুচ্ছ জ্ঞানও করা হলো। এরূপ অহংকার ও গৌরব করা কোন মুমিনের জন্য শোভা পায় না। কেননা এটা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। ইবলীস শয়তান নিজেকে আদম (আ) -এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকার করার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চির অভিশপ্ত করেন। আসল গৌরব ও অহংকারের মালিক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। অন্য এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ

রাসূলুল্লাহ বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, “অহংকার হচ্ছে আমার চাদর এবং মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি। অতএব এ দু'টির মধ্য হতে যদি কেউ একটিও ছিনিয়ে নেয় তাহলে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।” (আবু দাউদ, ‘আল-লিবাস' অধ্যায়, 'মা জায়া ফিল কি' অনুচ্ছেদ, হা/৩৫৬৭)

পরিত্রাণের উপায় :

নাফরমানীর অন্যতম প্রধান ধাপ, যা মানুষকে কুফরীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অতএব এর ভয়াবহ পরিণতির কথা সর্বদা চোখের সামনে রাখতে হবে। এর অশুভ পরিণতির কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

বলেছেন, “যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।”

(সহীহ্ মুসলিম, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'তাহরীমুল কি ও বায়ানিহি' অনুচ্ছেদ, হা/ ১৩১, ১৩৩; তিরমিযী,
'আল-বিরর ওয়াসসিলাহ্...' অধ্যায়, 'মা জাআ ফিল কি' অনুচ্ছেদ)

অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূল বলেন,

ْيُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُم
ْالذُّلُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوْهُم
ِنَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ.

"কিয়ামত দিবসে অহংকারীদেরকে ছোট্ট পিঁপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে একত্রিত করা হবে। তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা ছেয়ে ফেলবে। তাদেরকে জাহান্নামের "বুলাস" নামক একটি জেলখানার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আগুন তাদেরকে গ্রাস করবে, জাহান্নামবাসীদের গলিত রক্ত ও পুঁজ তাদেরকে পান করানো হবে " (তিরমিযী, 'সিফাতুল কিয়ামাহ' অধ্যায়, 'মা জাআ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাউয' অনুচ্ছেদ হা/২৪১৬,
বঙ্গানুবাদ তিরমিযী, (ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭ ইং), হা/২৪৩৩, ২৪১৬; মুসনাদ আহমাদ, হা/৬৩৯০)

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন,

ُبَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ الله
ِالْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة

"এমন এক ব্যক্তি ছিল যে দু'টি উন্নত পোষাক পরিধান করে চলত এবং এই পোষাকের কারণে অহমিকা বশতঃ সে নিজকে অনেক বড় মনে করত। এই অহংকারের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যমীনে তলিয়ে দেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে তলিয়ে যেতেই থাকবে। "
(সহীহ্ মুসলিম, 'আল-লিবাস ওয়াহ্ যিনাহ' অধ্যায়, 'তাহরীমুত্ তাবাখতুর ফিল মাশিএ' অনুচ্ছেদ,
হা/৩৮৯৫)

অতএব এ ধরনের জঘন্য অভ্যাস বর্জন করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করা অবশ্যই ঈমানী দায়িত্ব এবং প্রতিটি মুমিনের অবশ্য

কর্তব্য।

গীবত করার পরিণাম

আল্লাহ তা'আলার কাছে গীবত একটি বড় ধরণের অপরাধ। তাই এর পরিণামও বড় ভয়াবহ। এর পরিণাম উভয় জগতেই হয়ে থাকে। গীবতের কারণে ব্যক্তি যেভাবে দুনিয়ার জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পরকালের জীবনেও তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষ গীবতের মাধ্যমে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। যেমন :

১. গীবতের ফলে বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। গীবতের অন্যতম বড় কুফল হচ্ছে, এর ফলে মুসলমানদের একতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ভালবাসা ও প্রীতি বিলুপ্ত হয়।

২. গীবতের কারণে গীবতকৃত ব্যক্তির প্রতি অনাস্থা জন্মে :
যার গীবত করা হয় তার দোষগুলো মানুষের মাঝে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ফলে তার প্রতি মানুষের অনাস্থা জন্ম নেয়। তাছাড়া অপরের দোষ বর্ণনা করার কারণে গীবতকারীর প্রতিও মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়।

৩. মানুষের নিকট আস্থা হারানো:
দুনিয়াতে গীবতের একটা বড় কুফল হচ্ছে গীবতকারী সকলের আস্থা হারিয়ে ফেলে। কেউ তার উপর ভরসা রাখতে পারে না। সেটাই তো স্বাভাবিক। কেননা সকলেই একথা মনে করে, আজ যে আমার সামনে অন্য মানুষের দোষ আলোচনা করছে তেমনি কাল সে যে অন্যের সামনে আমর দোষ আলোচনা করবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে? কেননা দোষচর্চা করাটাই স্বভাব। এক জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে এক মূর্খ ব্যক্তি মানুষের গীবত ও দোষচর্চা শুরু করল। জ্ঞানী ব্যক্তিটি তখন তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, "দেখ ভাই! ।মানুষের গীবত করে তুমি তোমার প্রতি আমার আস্থা নষ্ট করে দিও না।"

৪. গীবত করলে শয়তান আনন্দিত হয় :
আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا

পাপ কাজ মাত্রই শয়তানকে আনন্দ দেয়। কিন্তু শয়তান এ কথা নিজেই স্বীকার করেছে যে, গীবতেই তাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। যারা গীবত করে শয়তান তাদের মুখে মধু মিশিয়ে দেয়।

৫. গীবত করলে আল্লাহ ও তার নবীর অবাধ্যতা করা হয় :
আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ে আসেন তোমরা তা গ্রহণ কর, আর।যা কিছু নিষেধ করেন তা হতে তোমরা বিরত থাক।" (সূরা হাশর-৭)
সুতরাং যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে গীবত করা হয়, তবে তা আল্লাহর ও নবীর অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬. পাপের দিকে মন আকৃষ্ট হয় :
কিছু কিছু পাপ আছে যা সংঘটিত হওয়ার কারণে আরো কতগুলো পাপ সংঘটিত হয়ে পাপকে আরো শক্তিশালী করে। গীবত তার মধ্যে একটি। চারটি জিনিস হচ্ছে পাপের মূল :
(১) গীবত,
(২) মিথ্যা,
(৩) চোগলখোরি,
(৪) কোন নারীর সতীত্বের দিকে তাকানো।

৭. গীবতকারীর শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় :

গীবতকারী ব্যক্তি যাদের গীবত করে তাদের কাছে সে ঘৃণার পাত্র ও শত্রুতে পরিণত হয়। তাই তার শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এমনকি যার নামে গীবত করা হলো তার শুভাকাঙ্ক্ষী রা জানলে তারাও গীবতকারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

৮. আল্লাহর অসন্তুষ্টির শিকার হওয়া:

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে গীবত করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও বান্দা যদি তাঁর নিষেধ অমান্য করে গীবতের মত ঘৃণিত অপরাধ করে বেড়ায় তবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন।

৯. গীবত বড় ধরনের সুদ :

আমরা মনে করি যে, শুধু টাকা- পয়সাতেই সুদ রয়েছে, কিন্তু তা নয়। গীবতের মাধ্যমেও সুদের সমান অপরাধ হয়ে থাকে। নবী বলেন-

اِنَّ مِنْ اَرْبَيَ الرِّبَا الْاِسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍ

সবচেয়ে বড় সুদ হচ্ছে অন্যায়ভাবে কোন মানুষের মান-সম্মানের উপর
আঘাত করা। (আবু দাউদ হা: ৪৮৭৮)

১০. গীবতের কারণে আমল নষ্ট হয়ে যায় :

রাসূল একবার সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো প্রকৃত দরিদ্র ও নিঃস্ব কে? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো মনে করি যার কাছে অর্থ-কড়ি নেই, সে-ই নিঃস্ব ও দরিদ্র। তখন রাসূল ﷺ বললেন, নিঃস্ব ও দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন অনেক নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু একদল লোক আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে। কারো অর্থ সে আত্মসাৎ করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কারো গীবত ও দোষচর্চা করেছে। কিংবা কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বাক্ষী দিয়েছে ইত্যাদি। আল্লাহ সকলের মধ্যে তার নেক আমল বণ্টন করা শুরু করবেন। তার নেক আমল শেষ হয়ে যাওয়ার পরও যদি অভিযোগকারীদের পাওনা শেষ না হয় তখন সকলের গুনাহ ও বদ-আমলের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেবেন।

সে সকলের বদ-আমলের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে-ই হল সত্যিকারের দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি।
(মুসলিম হা: ৬৭৪৪)

দুনিয়াতে কেউ বিপদে পড়লে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছুটে আসে সাহায্যের জন্য। কিন্তু কিয়ামতের দিন তার উল্টা হবে, পিতা-মাতা সন্তান থেকে আর সন্তান পিতা-মাতা থেকে পালিয়ে যাবে। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে দেখে পালিয়ে যাবে। প্রত্যেকেই সেদিন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। শুধু ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী বলবে।

১২. পরকালে গীবতকারীদের করুণ পরিণতি :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْسِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

আনাস বিন মালিক বলেন, রাসূল বলেন, যখন আমার প্রতিপালক আমাকে মেরাজে নিয়েছিলেন, তখন আমি এমন এক শ্রেণীর লোকদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিল পিতলের নখের মত। যা দ্বারা তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরাঈল কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এরা সেসব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইজ্জত নষ্ট করত। অর্থাৎ তারা গীবত করত। (আবু দাউদ হা: ৪৮৭৮)

গীবতের ব্যাপারে মহিলাদের সাবধানতা

গীবত হচ্ছে মহিলাদের চারণভূমি। মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক হারে
গীবতে জড়িয়ে পড়ে। যেমন- যখনই কয়েকজন মহিলা একত্রিত হয়, তখন তারা প্রায়ই সমালোচনা বা গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সমালোচনা করে। বিশেষ করে তাদের স্বামীদের ব্যাপারেও তারা নানা মন্তব্য করে থাকে। যেমন- একে অপরকে বলতে থাকে আমার স্বামী এরকম এরকম, আমাকে এটা দিয়েছে ওটা দেয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের গোপনীয় বিষয় পর্যন্ত বলাবলি করতে লজ্জাবোধ করে না। এ কাজের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং বেশি বেশি অভিশাপ দেয়া, এটা মহিলাদের জাহান্নামী হওয়ার প্রধান কারণ ।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي هِ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْعى ـ أَوْ
فطر - إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ
أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈদুল
আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে গেলেন । তিনি মহিলাদের নিকট আগমন করলেন, অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে মহিলারা! তোমরা সদকা কর, কারণ তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামী হিসেবে আমাকে দেখানো হয়েছে। তখন তাঁরা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কী কারণে আমাদের এ অবস্থা? নবী বললেন, তোমরা বেশি বেশি লানত (অভিশাপ) কর এবং স্বামীদের অকৃজ্ঞতা প্রকাশ কর। (বুখারী হা : ৩০৪)

বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে, মহিলা অভিভাবকরা যখন ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে স্কুলে যায় তখন তারা অনেকে একত্রে জমা হয় এবং তারা গীবতের মত জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। এভাবে তারা জীবনের অনেক মূল্যবান সময়কে গুনাহের কাজে ব্যয় করে থাকে। তাই এক্ষেত্রে মহিলাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তারা যখন অবসর পায় তখন তাদের উচিত ইসলামী বই-পুস্তক পড়ে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা এবং নেক আমলে লিপ্ত থাকা। তাহলে তারা অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

গীবত সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা

বর্তমানকালে সর্বসাধারণ এমনকি বিশিষ্ট লোকেরাও গীবতের মত
জঘন্য নিন্দনীয় কর্মে লিপ্ত রয়েছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী গীবতের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বলেন, সামনে বলা যায় না, কারো এমন দোষ বর্ণনা করাই গীবত। সামনে বলা যায়, এমন দোষ বর্ণনা করলে গীবত হবে না । অথচ ব্যাপারটা এমন নয়। গীবতরত এক ব্যক্তিকে আমি (মূল গ্রন্থকার) বললাম, আরে সাহেব ! অন্যের গীবত করছেন কেন? মানুষের দোষ বর্ণনা করে চলেছেন। যেহেতু লোকটি ছিল ভ্রষ্ট বিশ্বাসী, তাই সে বলল, আমি পশ্চাতে যার দোষ বর্ণনা, করছি, তার সামনেও তা বলতে ভয় পাই না; সুতরাং এটা গীবত নয় । অথচ ব্যাপারটা কথিত রূপ নয়। পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহে গীবতের যে সংজ্ঞা বলা হয়েছে, সেখানে সম্মুখে দোষ বর্ণনার শর্তারোপ করা হয়নি। বরং গীবতের সাধারণ সংজ্ঞা বর্ণনা করে কারো অবর্তমানে তার দোষ বর্ণনা করাকেই গীবত বলা হয়েছে। কিছু লোক এও বলে, কারো অসত্য দোষ বর্ণনাই গীবত। সত্য দোষ বর্ণনা গীবত নয়। এরূপ ধারণা ঠিক নয়; বরং উপরোদ্ধৃত হাদীসসমূহে কারো অসত্য দোষ বর্ণনাকে মিথ্যা অপবাদ বলা হয়েছে । অতএব, কারো সত্য দোষ বর্ণনা গীবত নয়– এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত আবার কিছু লোক এও বলে, মানুষ জানে না– কারো এমন দোষ বর্ণনা করাই গীবত। অতএব, সকলেই জানে, কারো এমন দোষ বর্ণনা করলে তা গীবত বা পিছনে নিন্দা গীবত হবে না । তাই এমন লোকদের কাউকে যদি বলা হয়, আপনি গীবত করছেন কেন? প্রত্যুত্তরে সে বলে, এটা গীবত নয় । কেননা, আমি যে দোষ বর্ণনা করছি তা কোন রাখা ঢাকা বিষয় নয়, সবাই এ সম্পর্কে অবহিত । আমি বর্ণনা করার ফলেই মানুষ সংশ্লিষ্ট লোকটির কথিত দোষ সম্পর্কে অবহিত হবে এমন নয়।

গীবত কেন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য?

এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে এ কাজ চরম ঘৃণিত হওয়ার ধারণা দিয়েছেন। মৃতের গোশত খাওয়া এমনিতেই ঘৃণ্য ব্যাপার। সে গোশতও যখন অন্য কোনো জন্তুর না হয়ে মানুষের হয়, আর সে মানুষটিও নিজের আপন ভাই হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। তারপর এ উপমাকে প্রশ্নের আকারে পেশ করে আরো অধিক কার্যকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে নিজেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, সে কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে প্রস্তুত আছে? সে যদি তা খেতে রাজি না হয় এবং তার

প্রবৃত্তি এতে ঘৃণাবোধ করে, তাহলে সে কিভাবে এ কাজ পছন্দ করতে পারে যে, সে তার কোনো মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মান মর্যাদার ওপর হামলা চালাবে, যেখানে তার ঐভাইটি তা প্রতিরোধ করতে পারে না, এমনকি সে জানেও না যে, তাকে বেইজ্জতি করা হচ্ছে। এ আয়াতাংশ থেকে একথাও জানা গেল যে, গীবত হারাম হওয়ার মূল কারণ যার গীবত করা হয়েছে তার মনোকষ্ট নয়, বরং কোনো ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার নিন্দাবাদ করা আদতেই হারাম, চাই সে এ সম্পর্কে অবহিত হোক বা না হোক, কিংবা এ কাজ দ্বারা সে কষ্ট পেয়ে থাক বা না থাক। সবারই জানা কথা, মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এ জন্য হারাম নয় যে তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত্যুর পর কে তার লাশ ছিঁড়ে খাবলে খাচ্ছে তা মৃতের জানার কথা নয়। কিন্তু সেটা আদতেই অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অনুরূপ, যার গীবত করা হয়েছে, কোনোভাবে যদি তার কাছে খবর না পৌঁছে, তাহলে কোথায় কোনো

ব্যক্তি কখন কাদের সামনে তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ কার কার দৃষ্টিতে সে নীচ ও হীন সাব্যস্ত হয়েছিল, তা সে সারা জীবনেও জানতে পারবে না। না জানার কারণে এ গীবত দ্বারা সে আদৌ কোনো কষ্ট পাবে না। কিন্তু এতে অবশ্যই তার মর্যাদাহানি হবে। তাই ধরন ও প্রকৃতির দিক থেকে কাজটি মৃত ভাইয়ের

গোশত খাওয়া থেকে ভিন্ন কিছু নয় ।

গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে উপমা দেয়ার কারণ

আল্লাহ তা'আলা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন । এর কিছু কারণ নিম্নে আলোচনা করা হল :

১. কারো সামনে তার দোষ বর্ণনা করা হলে সে তা প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু গীবতের সময় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকায় তা প্রতিরোধ করতে পারে না । যেমন মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া হলে সে প্রতিরোধ করতে পারে না ।

২. মৃত মানুষের গোশত খাওয়া যেমন নিকৃষ্ট কাজ, অনুরূপভাবে কারো গীবত করাও তেমন নিকৃষ্ট কাজ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. اَلتَّقْوَى هَا هُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ
امْرِي مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمَ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُه»

আবু হুরায়রা বলেন, রাসূল বলেছেন- "তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, দোষ অন্বেষণ করো না, ক্রোধ প্রকাশ করো না, একে অপরের উপর গর্ব করো না, ক্রয়-বিক্রয়ে এক জনের দামের উপর দাম করো না। আর তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাইস্বরূপ। কাজেই সে তার ভাইয়ের প্রতি যুলুম করবে না, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না এবং তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না। তাকওয়া এখানে, একথা বলে তিনি নিজের বক্ষের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন। (তারপর নবী ﷺ বললেন) কোন ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করে। আর প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান অপর মুসলমানের উপর হারাম। অর্থাৎ সম্মানীত। তাই এগুলোর সম্মান রক্ষা করতে হবে।" (মুসলিম হা: ৬৭০৬)

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

১. রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখা :
সর্বাবস্থায় রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখতে হবে। কেননা মানুষ যখন কারো প্রতি রাগান্বিত হয়, তখন তার সম্পর্কে এমন সব কথা বলে থাকে যার অধিকাংশই গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

২. হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকা :
হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা হিংসা-বিদ্বেষের কারণেই
মানুষ একে অপরকে ঘৃণার চোখে দেখে। আর যখন একে অপরের সাথে খারাপ মনোভাব তৈরি হয়, তখনই মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়। অতএব আমাদের উচিত গীবতকে পরিহার করার জন্য হিংসা-বিদ্বেষ থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

৩. অহংকার থেকে বিরত থাকা :
অহংকার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তওবা করতে
হবে। কেননা আগুন যেমনিভাবে কাঠকে খেয়ে ফেলে ঠিক তেমনিভাবে
অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। অহংকারের কারণে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং গীবতে জড়িয়ে পড়ে। নিজেকে আল্লাহর নগণ্য বান্দা ভাবতে হবে এবং অপরকে বড় হিসেবে। দেখতে হবে। কেননা নিজেকে বড় ভাবা এবং অপরকে ছোট ভাবা থেকে অনেক সময় গীবত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
"হে ঈমানদারগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে।" (সূরা হুজরাত- ১১)

৪. অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা :
কারো কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে ঠাট্টা, উপহাস করা থেকে দূরে থাকতে হবে। বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কারো সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমি যে

বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছি তা গীবতের মধ্যে পড়ছে কি না। যদি তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে এবং যারা এসব করছে তাদেরকেও তা থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতে হবে। এভাবে নিজেকেও গীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে এবং নিজের কর্ণকেও গীবত থেকে বিরত রাখা যাবে। এ রকম চলতে থাকলে একসময় গীবত বা দোষচর্চা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইন শা আল্লাহ! কারো কোন ভুল-ত্রুটি হতে দেখলে গাছল করে এত তাকে তা জানাতে হবে যাতে করে সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে।

৫. অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা :

বেহুদা কথা ও অযথা সময় নষ্ট করা থেকেই গীবতের সূত্রপাত। তাই গীবত বা পর দোষচর্চার মত মারাত্মক অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য বেহুদা কথা ও অযথা সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে বিরত রাখতে হবে। যে সময়টুকু অবসর পাওয়া যায় সে সময়টুকু আল্লাহর যিকিরে কাটানোর চেষ্টা করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে এর দ্বারা একদিকে নিজেকে গীবত থেকে বিরত রাখা যাবে, আবার অপরদিকে আল্লাহর যিকির করার কারণে অসংখ্য সওয়াবও অর্জিত হবে।

৬. গীবত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা :

কুরআন-হাদীস ও ইসলামী বই-পুস্তক নিয়মিত পাঠ করতে হবে, যাতে করে কোনটা গীবত আর কোনটা গীবত না তা যথাযথভাবে নির্ণয় করা যায় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর ভয় মনে জাগ্রত করে গীবতের মত বড় অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যায় ।

৭. আত্মপ্রশংসা থেকে বিরত থাকা :

আত্মপ্রশংসা না করে নিজের অসংখ্য ভুলের বা গুনাহের কথা স্মরণ করে বার বার তাওবা করতে হবে।

১০. প্রতিটি কথা রেকর্ড হয় এ কথা মনে রাখা :

মনে রাখতে হবে যে, আমরা যাই বলিনা কেন তা আল্লাহর ফেরেশতারা

যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করছে । আর এ জন্য আমাদেরকে আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ - مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد

“স্মরণ রেখো! দুই ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য অতন্দ্র প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে ।” (সূরা কাফ- ১৭, ১৮)

১১. কথা কম বলা ও চিন্তা-গবেষণা বেশি করা :
কথা কম বলে চিন্তা-গবেষণা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং অতিরিক্ত হাসি-তামাশা থেকে দূরে থেকে রাসূলের চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। সেমাক বলেন, আমি জাবির বিন সামুরা এ কে জিজ্ঞেস করলাম,
“আপনি কি রাসূল এর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তারপর বললেন, রাসূল দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকতেন, অল্প হাসতেন, তাঁর
সাথীরা কবিতা এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়ে আলোচনাকালীন সময়ে তিনি হাসতেন, তবে মুচকি হাসতেন।” (সুনানুলকুবরা লিল বায়হাকী হা : ২১৬৪৮)

সুতরাং যারা রাসূলের উম্মত এবং রাসূল কে ভালবাসে ও তাকে
অনুসরণ করে তাদের উচিত ভাল কথা বলা, অন্যথায় চুপ থাকা ।

১২. কুরআনের সাথে সময় ব্যয় করা :
বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে । প্রতিদিন বুঝে বুঝে কুরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব মুখস্থ করার চেষ্টা করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর এ হতে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পড় যেভাবে দুনিয়াতে তারতিলের সাথে পড়তে। তোমার স্থান শেষ আয়াত পর্যন্ত হবে, যা তুমি পড়েছিলে। যখনই কুরআন শুনতে পাওয়া যাবে তখনই কথা না বলে তা শ্রবণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, যাতে করে তোমাদের উপর করুণা বর্ষিত হয়। (সূরা আরাফ- ২০৪)

১৩. যাচাই বাছাই করে কথা বলা :
আমাদের নিকট শুনা বা লিখিতভাবে যেসব খবর পৌঁছে থাকে তা যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে বৈধ পন্থায় অপরের কাছে বলার এবং পৌছানোর চেষ্টা করতে হবে। কেননা এতে মিথ্যা কথা হওয়ার আশংকা রয়েছে। আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূল বলেন-

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই প্রচার করে ।” (মুসলিম হা: ৭)

১৪. গীবত প্রতিহত করা এবং তা শুনা থেকে বিরত থাকা :
যখন কোন ব্যক্তি কারো গীবত শুরু করে তখনই শ্রোতার উচিত হল গীবতকারীকে গীবতের পরিণতির কথা জানিয়ে দেয়া এবং এ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া। যাতে করে গীবত শুনার অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। কেননা কিয়ামতের দিন গীবত শ্রবণের অপরাধেও মানুষকে পাকড়াও করা হবে।

গীবত ত্যাগের উপকারিতা

গীবত পরিহার করা এবং বাকশক্তিকে মানুষের নিন্দা করা থেকে বিরত রাখার মধ্যে অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে। গীবত ত্যাগকারী অনেক সম্মানের অধিকারী হয়। গীবত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. গীবত করা মুসলমানের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি
গীবত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়।

২. গীবত করা যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে যেনার চাইতে মারাত্মক একটি অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।

৩. গীবতের ফলে রোযার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করলো সে তার রোযাকে রক্ষা করলো।

৪. গীবতের দ্বারা উযুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য হানাফী মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি উযু করার পর গীবতে লিপ্ত হলে বা মিথ্যা বললে তার পুনরায় উযু করা উচিত। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, দু'টি কারণে উযু নষ্ট হয়। পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হলে এবং কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলে (বায়হাকী)। আয়েশা (রা) বলেন, ঘুমের দ্বারা যেভাবে উযু নষ্ট হয়, তেমনিভাবে মিথ্যাচার ও গীবতের কারণেও উযু নষ্ট হয়ে যায় (দুররে মানছুর)। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে নিজের উযুকে রক্ষা করলো, যে উযু ছাড়া নামায পড়া যায় না, কুরআন স্পর্শ করা যায় না ।

৫. গীবত ত্যাগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে অর্থাৎ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে পারে। কুরআন মাজীদে গীবতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৬. গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী অপর ব্যক্তিকে আহত করে। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির গীবত করার চেয়ে তাকে তীর দিয়ে আহত করাটা সহজতর অপরাধ মনে করি। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকলো।

৭. কোন ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

انَّ الْمُؤْمِنَ إِذا أَذْنَبَ كَانَتْ نُقْطَةً سَوْداءَ فِي قَلْبِهِ

“মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়” (ইবনে মাজা)।

অতএব কোন ব্যক্তি গীবত পরিহার করলে তার অন্তরে দাগ পড়তে পারে না । ফলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।

৮. যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্যের দোষ প্রকাশ করবে না আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের দিন তার দোষ প্রকাশ করবেন না। অতএব যে গীবত হতে দূরে থাকবে সে কিয়ামতের দিন লজ্জিত হবে না।

৯. গীবত করলে সামাজিক শৃংখলা বিঘ্নিত হয় । তাই গীবত না করলে সামাজিক শৃংখলা অটুট থাকবে ।

১০. কবরের আযাবের অন্যতম কারণ হচ্ছে গীবত। অতএব গীবত ত্যাগ করলে কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

১১. গীবত করলে শয়তান আনন্দিত হয় এবং সে তার প্রতি দ্রুত প্রাধান্য লাভ করে। আর গীবত ত্যাগ করলে শয়তান সে সুযোগ পায় না।

১২. গীবতকারীর শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, আর গীবত ত্যাগ করলে শত্রুতা কমে যায়।

চোগলখোরি

“চোগলখোরি হচ্ছে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তির দোষ অপর ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করা ।”

ইমাম নববী (রহ.) বর্ণনা করেন, “ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্য একের কথা অপরের নিকট পৌছানোকেই চোগলখোরি বলে ।”

গীবতের মত চোগলখোরিও একটি মারাত্মক অপরাধ । যে ব্যক্তি ক্ষতিসাধনও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়ায় তাকে চোগলখোর বলে ।

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য

গীবত ও চুগলখোরির মধ্যে পার্থক্য এই যে, ‘‘দুই ব্যক্তির মাঝে সংঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে অপরজনের নিকট বলাকে’’ চুগলখোরি বলে এবং কোন ব্যক্তির দোষ তার অনুপস্থিতিতে গেয়ে বেড়ানোকে গীবত বলে। অতএব যেখানে চোগলখোরি হয় সেখানে গীবতও বিদ্যমান আছে। ইমাম নববী (র) সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে এই সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । যাকে গীবত বলা হয়, তাই চোগলখোরি । কোন কোন মনীষীর মতে অজ্ঞাত দোষত্রুটি ফাস করে দেওয়াকে চোগলখোরি বলে। ইমাম গাযালী (র) ইয়া উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উপরোক্ত কথাই পছন্দ করেছেন। কিন্তু হাদীসসমূহের আলোকে চিন্তা করলে প্রথমোক্ত মতই সঠিক মনে হয় । আল্লাহই অধিক জ্ঞাত ।

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার

মানুষ বিভিন্ন কারণে গীবতে লিপ্ত হয়। যেমন কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের গীবতে লিপ্ত হয়। এই অসন্তুষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। শত্রুতা ও অহংকারের বশবর্তী হয়েও কোন ব্যক্তি অপরের গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে। এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তার সাথে তাল মিলিয়ে গীবতে লিপ্ত হতে পারে। কোন ব্যক্তিকে অপমান করার উদ্দেশ্যেও তার প্রতিপক্ষ গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে। যেসব কারণে মানুষ অপরের গীবত করে সেই সব কারণ নিজের মধ্য থেকে দূর করতে পারলেই অপরের দোষ চর্চার এই মারাত্মক রোগের প্রতিকার হতে পারে (বিষয়টি ইমাম গাযালীর নিবন্ধে বিস্তারিত দেখুন)।

গীবতের কাফফারা

নিজের বাকশক্তিকে সংযত রাখা মানুষের কর্তব্য। তাহলে সে গীবতে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে এবং তার ঈমান, আমল ও আখেরাত বরবাদ হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। সতর্কতা অবলম্বনের পরও যদি গীবত হয়ে যায়, তবে সাথে সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট তওবা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত অনন্তর যার গীবত করা হয়েছে, অকপটে তার নিকটও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কারণ গীবত এমন একটি অপরাধ যেখানে আল্লাহর অধিকারও ক্ষুণ্ন হয় (তাঁর নির্দেশ লংঘিত হয়) এবং বান্দার অধিকারও ক্ষুণ্ন হয়। এজন্য আল্লাহর নিকট তওবা করার সাথে সাথে বান্দার নিকটও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। বান্দা ক্ষমা
করলে তবেই শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে ।

গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়ে উত্তম

কোন কোন তাবিঈ বলেছেন, আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা গীবত প্রতিহত করাকে নামায-রোযার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন (ইয়া উলূমিদ্দীন) । তা সত্ত্বেও নামায সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত এবং কোন কোন মনীষী রোযাকে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা) কয়েকটি কারণে গীবত পরিহার করাকে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন। যেমন নামায-রোযা আল্লাহ তাআলার এমন ইবাদত যা পরিত্যাগ করলে কেবল আল্লাহ্র অসন্তোষের শিকার হতে হবে। কিন্তু গীবতের বেলায় আল্লাহর নির্দেশ লংঘিত হয় এবং বান্দার অধিকারও খর্ব হয়। আল্লাহ্র নাফরমানি ক্ষমাযোগ্য। কারণ তিনি বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ ও করুণাময় । এমনকি তিনি তাঁর নাফরমান কাফের বান্দাদেরও সুখশান্তি দান করেন।

গুনাহগার বান্দা দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলে, অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবত এমন একটি পাপাচার যে, তাতে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেই পাপমুক্ত হতে পারে না। গীবতকারী যতক্ষণ গীবতকৃত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা না চাইবে ততক্ষণ আল্লাহ পাক তার পাপ ক্ষমা করবেন না । কারণ সে গীবত করে এক ব্যক্তির মান-সম্মানে আঘাত হেনেছে। মহানবী ﷺ বলেন

انَّ مِنْ أَربَى الرِبوا الاسْتِطَالَةُ فِي عَرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍ

“অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সূদের পাপের চেয়েও মারাত্মক” (বায়হাকী)।

দ্বিতীয়তঃ পাপাচার ত্যাগ করা ইবাদত করার চাইতে অধিক ফযীলাতপূর্ণ ।অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ইবাদত করে না কিন্তু শরীআতে নিষিদ্ধ পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখে, সে এমন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে ইবাদতও করে এবং সগীরা-কবীরা সব গুনাহেও লিপ্ত থাকে, বিশেষত সেই সব গুনাহে যা গীবতের মত নিকৃষ্ট। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, এক ব্যক্তি প্রচুর ইবাদতও করে আবার প্রচুর পাপাচারেও লিপ্ত থাকে এবং অপর ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং পাপাচারেও কম লিপ্ত হয়, এদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি অবহিত সেই ব্যাধি কম মারাত্মক। কিন্তু যে ব্যাধির প্রতিশেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি তা অধিক মারাত্মক। তা থেকে নিরাময় লাভ করা দুষ্কর। গীবত এমন একটি রোগ যার প্রতিশেধক মানুষের জানা নাই। কারণ গীবতে যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তা মানুষ অনুমান করতে পারে না । তাই আমাদের বাকযন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ গীবতের মত ধ্বংসাত্মক গুনাহসহ অধিকাংশ গুনাহ আমাদের মুখের দ্বারা সংঘটিত হয়। মহানবী ﷺ তাঁর জিহ্বা স্পর্শ করে বলেন : ‘এটা এমন একটি অঙ্গ যার সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তির খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন'

গীবত শুনলে যা করা উচিত

যখন তোমার সামনে কেউ গীবত করতে থাকবে তখন তোমার উচিত হবে,
১. ক্ষমতা থাকলে সরাসরি বাধা দেওয়া ।
২. গীবতকৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা, যাতে গীবতকারী তার কথা বন্ধ করতে বাধ্য হয় ।
৩. গীবতকারীকে বিশ্বাস না করা । কেননা গীবত একটি মহাপাপ । তাই
গীবতকারী কখনো বিশ্বস্ত হতে পারে না ।
৪. গীবতকৃত ব্যক্তির প্রতি খারাপ ধারণা না করা ।
৫. গীবতের কথা শুনে এগুলো অন্যের কাছে প্রচার না করা ।
গীবত প্রতিহত করার ফযীলত অন্যায় কাজকে প্রতিহত করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্যেরই নামান্তর। আর গীবত যেহেতু একটি বিশেষ অন্যায় কাজ, তাই তা প্রতিহত করার ফযীলতও বিশেষ ধরণের । যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইকে সাহায্য করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে সাহায্য করবেন। রসূল ﷺ বলেন-

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করবে অর্থাৎ গীবত হতে থাকলে তা বন্ধ করার চেষ্টা করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে
জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা করবেন।” (তিরমিযী হা: ২০৫৬)
রাসূল বলেন-

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপর থেকে দুনিয়ার কোন কষ্ট দূর করবে,
আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি
দুনিয়াতে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সহজ পন্থা অবলম্বন করবে,

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার সাথে সহজ ব্যবহার করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। আর যতক্ষণ কোন বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলাও তাকে সাহায্য করবেন। (তিরমিযী হা: ২০৫৫)

গীবত শোনাও হারাম:

গীবতে লিপ্ত হওয়া যেমন ইসলামী শরী'আতে হারাম, তেমনিভাবে গীবত শ্রবণ করাও হারাম হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। গীবতকারীকে প্রথমতঃ গীবতের ভয়াবহ পরিণতি ও জান্নাতের লোভ এবং জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে উত্তম কৌশলে গীবত থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এরপরও যদি সে গীবতে লিপ্ত থাকে, তাহলে ঐ মজলিস ছেড়ে উঠে যেতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وإذا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُوْنَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ

“যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তাদের নিকট হতে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে প্রবৃত্ত না হয়। আর শয়তান যদি আপনাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না। ” (সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৬৮)

আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে আরো বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء ٣٦] :

“যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জবাবদিহি করা হবে।”

(সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত ৩৬)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وإذا سَمِعُوْا اللغوَ أعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ [القصص.[৫৫ :

“তারা যখন অসার অশ্লীল বাক্য শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে এড়িয়ে চলে এবং বলে, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম।
আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না ।” (সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৫৫)

গীবতকারীকে তার গীবতে বাধা দিতে যদি সক্ষম না হয় কিংবা গীবতের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলার পরও যদি না শোনে ও না মানে, তাহলে যে মজলিসে গীবত করা হচ্ছে সে মজলিস অবশ্যই ত্যাগ করবে। গীবতের মত অশ্লীল কথা ও কর্ম বর্জন করে চলা মুমিনদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ [المؤمنون٣ :

“যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে (তারাই পরিত্রাণ প্রাপ্ত মুমিন)।”

“মায়মুন বিন সিয়াহ্ কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে অন্য কারো গীবত করারও সুযোগ কাউকে দিতেন না। গীবতকারীকে কঠিনভাবে বাধা দিতেন এবং বাধা না শুনলে সে মজলিস ছেড়ে উঠে যেতেন ।”
যারা গীবতে লিপ্ত হয়, তারাই তো গীবত সংক্রান্ত আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে এবং এর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপও করে। সুতরাং গীবতকারীগণও নিঃসন্দেহে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার ও তার প্রতি ঠাট্টা- বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

গীবতের ক্ষতি

গীবত হতে পার্থিব এবং দ্বীনী অনেক ক্ষতির সৃষ্টি হয়। গীবতকারীর

প্রথম ক্ষতি- দোআ কবুল না হওয়া: যে অত্যধিক গীবত করে সে খুব কমই অনুতপ্ত লজ্জিত হয়। এ জন্য তার দোআ কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষে না। ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (রঃ) তাম্বীহুল গাফেলীন গ্রন্থের হাসাদ (ঈর্ষা বিদ্বেষ) অধ্যায়ে এরশাদ করেন

تَلَتَهُ لَا يُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُم أكل الحَرَام وَمِكْثَارُ الْغَيْبَةِ وَمَنْ
كَانَ فِي قَلْبِم بخل أو حَسَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ

তিন ব্যক্তির দোআ কবুল হয় না। এক হারাম ভক্ষণকারী, দুই যে অত্যধিক গীবতকারী, তিন- যে মুসলমানের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা কৃপণতা করে । নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। একবার লোকেরা হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, জনাব! কি ব্যাপার? আমরা দোআ করি, অথচ কবুল হয় না । তিনি বললেন কারণ, তোমাদের অন্তর মৃত। তারা জিজ্ঞেস করল, অন্তর মৃত হওয়ার কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, তোমাদের আটটি দোষ রয়েছে, যা অন্তরের সজীবতা অবশিষ্ট রাখেনি, তাই তোমাদের দোআ কবুল হয় না।

এক, তোমরা আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব মর্যাদা সম্পর্কে জান, তাঁর শক্তি কুদরত সম্পর্কেও অবগত, অথচ তাঁর অধিকার আদায় এবং নির্দেশ পালনে ত্রুটি কর।

দুই, তোমরা কোরআন তেলাওয়াত কর, অথচ কোরআনের বিধান অনুযায়ী আমল কর না ।

তিন, মুখে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রীতি ভালবাসা প্রকাশ কর, অথচ তাঁর হাদীস অনুযায়ী আমল কর না। প্রীতি ভালবাসার দাবী হচ্ছে যাকে ভালবাসা হয় তার সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করা, তার চালচলন অবলম্বন করা ।

চার, তোমরা মুখে বল, আমরা মৃত্যুকে ভয় করি, এবাদতের মাধ্যমে তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর না ! অথচ মানুষ যাকে ভয় করে, তা হতে
নিজের মুক্তির চিন্তা ভাবনা করে ।
পাঁচ, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,
শয়তান তোমাদের শত্রু, তোমরা তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ
কর। অথচ তোমরা গোনাহে নিজেদের সময় ব্যয় কর, শয়তানকে বন্ধু বানাও।
ছয়, তোমরা মুখে বল, আমরা জাহান্নামকে ভয় করি, অথচ সদা
সর্বদা গোনাহ করে নিজেদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছ।
সাত, তোমরা জান্নাতে যাওয়ার কামনা বাসনা পোষণ কর, অথচ এ
জন্য কোন পাথেয় সংগ্রহ কর না।
আট, যখন তোমরা জাগ্রত হও, তখন নিজের দোষ পিছনে ফেলে
দাও, তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ কর না, মানুষের দোষ ত্রুটি নিজের সামনে রাখ,
মানুষের নিন্দাবাদ কর, দুর্নাম রটাও। এ সব কারণে তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হয় না। ফলতঃ তোমাদের দোআও কবুল হয় না।

দ্বিতীয় ক্ষতি: আমলনামা থেকে নেকী কমে যায়

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন

اِنَّ الْعَبْدَ لَيُعْطى كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَيُرَى فِيهِ حَسَنَات
لَمْ يَكُنْ عَمَلُهَا فَيَقُولُ يَارَبِّ اِنَّ لِى كَذَا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا بِهَا
اِغْتَابَكَ النَّاسُ وَاَنْتَ لَهُ تَشْعُرُ

কেয়ামতের দিন যখন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলনামায় নেকী দেখে খুশী হবে। আর যখন বদীর প্রতি দৃষ্টি পড়বে তখন অস্থির হবে। কিছু লোক নিজেদের আমলনামায় এমন নেকীসমূহ দেখতে পাবে যা তারা দুনিয়ায় করেনি। তারা আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করবে, ইয়া আল্লাহ! এসব নেক কাজ তো আমরা করিনি। এগুলো কিভাবে আমাদের আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত হল? আল্লাহ বলবেন, যদিও তোমরা এসব নেক কাজ করনি, কিন্তু যারা তোমাদের গীবত করেছে, তাদের আমলনামা থেকে এসব নেকী মিটিয়ে তোমাদের আমলনামায় লেখে দেয়া

হয়েছে আর তাদের গীবত সম্পর্কে তোমরা অবহিত ছিলে না। (তাম্বীহুল গাফেলীন, আততারগীব ওয়াততারহীব)

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) আরও এরশাদ করেন-

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطى كِتَابَهُ مُنْشِرًا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ فَأَيْنَ حَسَنَاتِي
كَذَا وَكَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِى صَحِيفَتِي فَيَقُوْلُ لَهُ مُحِيَتْ
باغتيابِكَ النَّاس.

কিছু লোক কেয়ামতের মাঠে খোলা আমলনামা লাভ করবে। তারা
নিজেদের আমলনামা দেখে বলবে, ইয়া আল্লাহ! আমরা দুনিয়ায় অমুক অমুক ভাল কাজ করেছি, সেগুলো কোথায় গেল, আমার আমলনামায় সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না কেন? জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, যেহেতু দুনিয়ায় তুমি মানুষের গীবত করেছিলে। এ কারণে সেসব ভাল কাজ তোমার আমলনামা থেকে মুছে যাদের গীবত করেছ তাদের আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,
আল্লাহ তাআলা এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করবেন না। সুতরাং যার উপর যা হক পাওনা থাকবে, তিনি তা আদায় করে দেবেন । তাই কেউ কারো গীবত করলে তার নেকী নিয়ে যার গীবত করা হয়েছে তাকে দেয়া হবে। এখানে একটি দীর্ঘ হাদীস উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান নিঃস্ব নিঃসম্বল ব্যক্তি কে? তাঁরা জবাব দিলেন, ইয়া রাসলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নিঃস্ব নিঃসম্বল সে, যার কোন সম্পদ নেই। তিনি বললেন, এ তো সম্পদের বিচারে নিঃস্ব। প্রকৃত নিঃস্ব সে, যে কেয়ামতের দিন অনেক অনেক নামায রোযা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে, বিপরীতপক্ষে তার নিকট মানুষের হক রয়েছে । সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো গীবত করেছে, কারো সম্পদ আত্মসাত করেছে, কাউকে হত্যা করেছে। সুতরাং সব দাবীদার তাদের হক দাবী করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে। আল্লাহ তাআলা সেদিন ন্যায়বিচারের আসনে সমাসীন হয়ে সকলকে খুশী করবেন। প্রত্যেক দাবীদারকে তার হক পৌঁছে দেবেন। যার উপর বিভিন্ন মানুষের হকের দাবী রয়েছে, তার পুণ্য কর্মসমূহ নিয়ে দাবীদারদেরকে

দিতে থাকবেন। এতে তার বিপুল এবাদতে ক্রমে ঘাটতি হতে শুরু করবে। যখন তার সব পুণ্য শেষ হয়ে যাবে, তখন দাবীদারদের বদীসমূহ তার উর চাপানো হতে থাকবে। এভাবে তার আমলনামা হকের দাবীদারদের গোনাহের কালিমা কালো করে দেয়া হবে। অবশেষে সব দাবীদার নিজ নিজ হক নিয়ে জান্নাতে আর সে নিঃস্ব হয়ে জাহান্নামে যাবে। এ লোকই প্রকৃত নিঃস্ব সেদিন যে হিসাবের চক্রে পড়বে সে নিতান্ত নিঃস্ব নিঃসম্বল অবস্থার শিকার হবে। (বাগাভী –মাআলেমুত তানযীল)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রঃ) বলেন, একদিন আমি হযরত
সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর মজলিসে বসা ছিলাম । লোকেরা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর গীবত শুরু করে। আমি হযরত সুফিয়ান (রঃ)-কে উদ্দেশ করে বললাম, ইমামের (আবু হানীফা) মর্যাদা বিস্ময়কর! তিনি কারো গীবত করেন না, কারো দুর্নাম করেন না। জবাবে সুফিয়ান সওরী (রঃ) বললেন, জ্ঞানবান বিবেকসম্পন্নদের অবস্থা এমনই। তারা নিজেদের পুণ্য কর্মসমূহের উপর অন্যদেরকে চাপান না। কারো গীবত করেন না। (মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা, তারীখে ইবনে খাল্লেকান)

তৃতীয় ক্ষতি: আমলনামায় পাপের আধিক্য হওয়া
রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন

إِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثُ أَفَاتٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءِ
وَلَا يُقْبَلُ لَهُ الحَسَنَاتِ وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ السَّيِّئَات ِ

তোমরা গীবত থেকে বাঁচ, কেননা তাতে তিনটি বিপদ রয়েছে । এক.
গীবতকারীর দোআ কবুল হয় না, দুই. তার কোন নেক কাজই কবুল হয় না, তিন. তার আমলনামায় পাপাধিক্য হয়। (খাযানাতুর রেওয়ায়াত) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এরশাদ করেন, যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে, দুনিয়া নিঃশেষ যয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে একখানে একত্র করে ঘোষণা করবেন, যে কারো নিকট কোন হক পাওনা আছ, সে আস । তখন প্রত্যেকেই খুশী হবে এবং পিতা-মাতা, ভাই বোন ও স্ত্রীর নিকট হক দাবী করবে। এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا انْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

যখন শিঙ্গায় ফুঁকা হবে, তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক মিটে যাবে এবং প্রত্যেকেই পরস্পর থেকে অধিকার দাবী করবে। কেয়ামতে কেউ কারো কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবে না। সেদিন দুই ধরনের লোক একত্রিত হবে। যে নেক্কার পুণ্যকর্মশীল হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি এ লোকের উপর

এভাবে করুণা করবেন তার সব পুণ্য কর্ম যখন অধিকারের দাবীদাররা নিয়ে যাবে, তখন তার মাত্র বিন্দু পরিমাণ পুণ্য থাকবে। তখন ফেরেশতাকুল নিবেদন করবে, ইয়া আল্লাহ! এ লোকের বিন্দু পরিমাণ পুণ্যমাত্র অবশিষ্ট আছে। বাকী সবই অন্যদের অধিকারের দাবী মেটাতে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তার অবশিষ্ট বিন্দু পরিমাণ পুণ্যকর্মকে বাড়িয়ে দাও এবং আমার করুণায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে বদকার হবে সে জাহান্নামের যোগ্য সাব্যস্ত হবে। তার অবস্থা হবে যখন পুণ্যও অবশিষ্ট থাকবে না, আর দাবীদারও অবশিষ্ট থেকে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন, দাবীদারদের গোনাহ্ এ ব্যক্তির আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত কর। ফেরেশতা এ নির্দেশ পালন করবেন এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন

الكَبَائِرُ مَا كَانَ فِيهِ الْمَظَالِمُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى
لان الله تَعَالَى كَثِيرُ العفو

বান্দাদের মাঝে যে গোনাহ হয় তা কবীরা, যদিও এ গোনাহের কারণে
বান্দার সামান্যতম কষ্টও হয়, আর আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ অমান্য- জনিত যে গোনাহ তা সগীরা। কেননা, আল্লাহ তাআলা অত্যধিক ক্ষমাশীল, তাই তিনি তাঁর সাথে বান্দার কৃত যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করবেন। পক্ষান্তরে বান্দা তার অধিকার দাবী করবে হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন-

اِنَّ الرّجُلَ لَيَتَعَلَّقِ بِالرّجُلِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَيَقُولُ وَاللهِ مَا أَعْرَفُكَ
فَيَقُولُ بَلَى اَنْتَ اَخَذَتَ لُبْنَةٌ مِنْ حَائِطى وَأَخَذْتَ خَيْطاً مِنْ تَوسِي

“কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত ধরে বলবে, আমার এবং তোমার মাঝে আল্লাহই বিচারক। যার হাত ধরা হয়েছে, সে বলবে, কে তুমি? আমি তোমাকে চিনি না। যে হাত ধরেছে সে বলবে, তুমি আমার দেয়াল থেকে একখানা ইট খসিয়ে নিয়েছ, আমার কাপড় থেকে সুতা বের করেছ, আমি এখন তোমার নিকট তা দাবী করছি। (ইমাম গাযালী—গীবত অধ্যায়)

হযরত কাহমাস বিন হাসান রিন বেশর (রঃ) একদিন বলতে লাগলেন,
আমি এক গোনাহ করেছি, যার জন্য চল্লিশ বছর থেকে লজ্জিত হয়ে আছি এবং সর্বদা কান্নাকাটি করছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, জনাব! সেটি কোন গোনাহ? জবাবে বললেন, আমি একদা মেহমানের জন্য ঘরে মাছ এনেছিলাম এবং তা খাওয়ার পর প্রতিবেশীর বিনানুমতিতে তার দেয়াল থেকে মাটি নিয়ে হাত পরিষ্কার করেছি। এ. গোনাহের কারণে আমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত সর্বদা কান্নাকাটি করছি। (তাম্বীহুল গাফেলীন যুনূব অধ্যায়)
উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে হিতোপদেশ গ্রহণ সবারই কর্তব্য। যদি নিজের উপর কারও কোন অধিকারের দাবী থাকে তা হলে দুনিয়াতেই তা মাফ করিয়ে নিয়ে কেয়ামতের দিনের জন্য নিজেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে নেয়া উচিত। অন্যথায় কেয়ামতের দিন লজ্জিত হতে হবে। অন্যের অধিকারের দাবী নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে সেদিন কোন এবাদতই কাজে আসবে না।

চতুর্থ ক্ষতি: পুণ্য কর্মসমূহ কবুল না হওয়া
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন

مَا النَّارُ فِي الْيُبْسِ بِاسْرِع مِنَ الْغَيْبَةِ فِى حَسَنَاتِ العَبْدِ

আগুন এত তাড়াতাড়ি কোন শুকনা বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া করে না, যত তাড়াতাড়ি পুণ্য কর্মসমূহের উপর গীবতের প্রতিক্রিয়া হয়।
(এহইয়াউল উলূম এলাজুল গীবত অধ্যায়)

হযরত খালেদ বিন মেদান (রঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে বললেন, হে

মুআয! এমন কোন হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে শুনেছেন । হযরত
খালেদ বিন মেদান (রাঃ)-এর কথায় হযরত মোয (রাঃ) খুব কাঁদেন এবং এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে এ রয়েছে— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে মোআয! যারা আমলের সংরক্ষক এবং যেসব ফেরেশতা আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন, কখনও এমন হয় যে, ফেরেশতা কারো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের নেক আমলসমূহ আসমানে নিয়ে যান, আর সে আমলসমূহ সূর্যের মত চমকিত হয়, আমলবাহী ফেরেশতা প্রথম আসমানে উপনীত হয়ে তা দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যেতে চান, তখন প্রথম আসমানে আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, এসব আমলকারীর মুখের উপর ছুঁড়ে মার এবং তাকে ক্ষমা করা হয়নি বলে সংবাদ দাও। কেননা, সে মুসলমানদের গীবত করত । সুতরাং তার আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি । (তাম্বীহুল গাফেলীনতাফাক্কুর অধ্যায়)
হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন

وَاللهِ الْغِيْبَةُ اَسْرَحُ فِى دِينِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِن الْأَكْلَةِ فِى الْجَسَدِ

“আল্লাহর শপথ, জখম শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চাইতেও ত্বরিত গতিতে
গীবত মুমিনের দ্বীনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ! যখনই কোন মানুষ কারো গীবত করল, তখনই তার দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হল। তার পুণ্য কর্মসমূহ কবুল হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হল।” (এহইয়াউল উলূম- গীবত অধ্যায়)

গীবত যিনার চাইতে ভয়ংকর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- গীবত যিনার চাইতেও ভয়ংকর। মানুষ যিনাকে যেমন অন্যায় মনে করে, গীবতকেও তেমনি মনে করা উচিত। (ইবনে আবিদ্দুনইয়ার সূত্রে সীরাতে আহমদিয়া) যিনার চাইতেও গীবত ভয়ংকর হওয়ার কারণ যিনা দ্বারা শুধু রহমানুর রহীম আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে শয়তানের অনুগমন অনুসরণ করা হয়। পক্ষান্তরে গীবতে দুইটি ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধাচরণ, দ্বিতীয়তঃ যার গীবত করা হচ্ছে তাকে কষ্ট দেয়া । আল্লাহর অধিকার তো "তওবা" দ্বারা মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার অধিকার মাফ হবে না । অর্থাৎ, কারো কৃত গোনাহের সাথে যদি বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকে, যেমন কারো গীবত করা, কাউকে গালি দেয়া, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। এসব অপরাধ সংঘটনের পর তওবা করলে আল্লাহ তাআলা করুণাবশতঃ নিজের অধিকার তো মাফ করে দেন, কিন্তু বান্দা মাফ করে না দেয়া পর্যন্ত বান্দার হক মাফ হবে না । এ কারণে কিছু কিছু আলেমের অভিমত, হজ্জ, দ্বারা যত সগীরা কবীরা গোনাহ সবই মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার হক মাফ হবে না; যতক্ষণ না ক্ষতিগ্রস্ত বান্দা স্বয়ং মাফ না করে দেবে। আর কেয়ামতে অধিকারের দাবীদাররা সবাই তাদের দাবীর জন্য আঁচল টেনে ধরবে। এ আলোচনা থেকে জানা গেল, যিনার চাইতে গীবতের গোনাহ বেশী। কেননা, যিনাকার

যাবতীয় শর্ত পালন করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করে তাকে মাফ করে দেন। পক্ষান্তরে গীবত্বকারী লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে যদিও আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেবেন, কিন্তু সে ভারমুক্ত হবে না যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করে। যার গীবত করা হল সে মাফ না দিলে কেয়ামতের দিন গীবতকারীর পিছু নেবে, তার আঁচল টেনে ধরবে। এ সময় গীবতকারীর কোন সাহায্য সহায়তাকারী থাকবে না । তখন সে বিনয় সহকারে কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে । তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন,

"আজকে প্রত্যেকেই নিজের আমল মোতাবেক বিনিময় প্রাপ্ত হবে, কারো প্রতি জুলুম হবে না"

আল্লাহর এ ঘোষণা শুনে গীবতের অপরাধ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী অত্যন্ত নিরাশ এবং লজ্জিত অনুতপ্ত হবে । বলবে, হায়! দুনিয়ায় যদি আমরা গীবত না করতাম, কারো দোষ প্রকাশ না করতাম।

গীবতের গুনাহ মোচনের উপায়

সব ধরণের অন্যায় থেকে নিজেকে হেফাযত রাখা মুমিনের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং গীবত থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। অবশ্য কারো দ্বারা যদি এরূপ গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় তবে তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ক্ষতিপূরণের দিক থেকে গুনাহ দুই প্রকার :
(ক) আল্লাহর হক নষ্ট করার গুনাহ
(খ) বান্দার হক নষ্ট করার গুনাহ ।
(ক) আল্লাহর হক: যা আল্লাহর হকের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে । অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করা । এধরনের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে এবং খাঁটিভাবে তওবা করতে হবে। তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা ক্ষমা করতে পারেন। আর আল্লাহ ক্ষমা না করলে তিনি যে শাস্তি দেবেন তা ভোগ করতে হবে।

(খ) বান্দার হক: যে গুনাহ বান্দার হকের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে ।
দুনিয়াতে থাকতেই হকদারের সাথে এর মিমাংসা করে নিতে হবে । হয়ত তার হক ফেরত দিতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করবেন না। আর গীবত হল বান্দার হক। তাই যে গীবত করেছে তার উচিত হবে, সে যার গীবত করেছে দুনিয়াতে থাকতেই তার নিকট হতে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। নতুবা গীবতকারীর নেকী সে যার গীবত করেছে তাকে দিয়ে দেয়া হবে।

গীবতকারীকে তার গীবতে বাধা দিতে যদি সক্ষম না হয় কিংবা গীবতের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলার পরও যদি না শোনে ও না মানে, তাহলে যে মজলিসে গীবত

করা হচ্ছে সে মজলিস অবশ্যই ত্যাগ করবে। গীবতের মত অশ্লীল কথা ও কর্ম বর্জন করে চলা মুমিনদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللغو مُعْرِضُونَ [المؤمنون٣ :

"যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে (তারাই পরিত্রাণ প্রাপ্ত মুমিন)।" (সূরা মুমিনূন, আয়াত ৩)

"মায়মুন বিন সিয়াহ্ কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে অন্য কারো গীবত করারও সুযোগ কাউকে দিতেন না। গীবতকারীকে কঠিনভাবে বাধা দিতেন এবং বাধা না শুনলে সে মজলিস ছেড়ে উঠে যেতেন ।" (তাফসীর কুরতুবী, ১৬/২৮৭)

যারা গীবতে লিপ্ত হয়, তারাই তো গীবত সংক্রান্ত আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে এবং এর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে। সুতরাং গীবতকারীগণও নিঃসন্দেহে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার ও তার প্রতি ঠাট্টা- বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে ।

গীবতকারীকে বাধা দেয়ার ফযীলত:

নিজে গীবতের মত জঘন্য অপরাধ থেকে বেঁচে থাকলে যেমন আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভ করা যায়, তেমনিভাবে সমাজেও সম্মানিত ও মর্যাদাবান হওয়া যায়। কোন গীবতকারীকে বাধা দিলেও আল্লাহ্
২. তাফসীর কুরতুবী, ১৬/২৮৭।

তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য-সহযোগিতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন । রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেন,

مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ
وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَمَا

مِنْ امْرِيًّ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكَ فِيْهِ
مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِن يُحِبُّ نُصْرَتَه.

“যে ব্যক্তি কোন স্থানে কোন মুসলিমের মান-সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্ভ্রম নষ্ট করে অর্থাৎ সম্মান ক্ষুণ্ন করে, আল্লাহ্ তাকে ঐ স্থানে বেইজ্জত ও অপমানিত করেন যেস্থানে সে তার নিজের সাহায্য- সহযোগিতা পাওয়া পছন্দ করে বা আশা করে। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মান-সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষায় সাহায্য- সহযোগিতা করে বা সম্মান রক্ষা করে আল্লাহ্ তাকে সেই স্থানে সাহায্য- সহযোগিতা করেন যেখানে সে তার নিজের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশা করে।” অপর এক হাদীসে এসেছে-

مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ أُرَاهُ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ
عَلَى جسر جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَال.

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিকের কুচক্র
থেকে রক্ষা করে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতা প্রেরণ করে তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি গীবত সে তার কৃত সদর।ব থেকে মুক্ত হতে না।।রবে।
১. আবু দাউদ, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'মান রাদ্দা আন মুসলিমীন গীবাতান' অনু।২. আবু দাউদ, ‘আল-আদাব' অধ্যায়, 'মান রাদ্দা আন মুসলিমীন গীবাতান' অনুচ্ছেদ, হা/৪২৩৯, ৪৮৮৩।

অপর হাদীসে রসূলুল্লহ্ ﷺ বলেন,

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষার জন্য প্রতিরোধ করে আল্লাহ্
তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।”
(তিরমিযী, 'আল-বিরর ওয়াসিলাহ্' অধ্যায়, 'আয-যাব্বু আন ইরযেল মুসলিম' অনুচ্ছেদ, হা/১৮৫৪, ১৯৩১)

রসূল ﷺ আরো বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيْهِ فِي الْغَيْبَةِ
كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنْ النَّار.

আসমা বিনতে ইয়াযিদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল বলেছেন "যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের গীবতকারীকে বাধা দেয় বা প্রতিরোধ করে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আল্লাহর উপর বর্তায়।"
(মুসনাদ আহমাদ, হা/২৪৩২৮)

সুবহানাল্লাহ্! সমাজে শান্তি-শৃংখলা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে উৎসাহিত করার জন্যই মুহাম্মাদ ﷺ এ ধরনের লোভনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।
অতএব যে ব্যক্তি এই লোভনীয় বিষয়টি লুফে নিতে পারবে এবং কঠিন হুঁশিয়ারী থেকে মুক্ত থাকতে পারবে, সেই তো দুনিয়া ও আখেরাতে
লাভবান হবে এবং সুন্দর সমাজ গড়তে সহযোগিতা করবে ।

গীবতকারী ক্ষমা চাইলে কি করা উচিৎ?

মানুষ মাত্রই ভুল। শয়তান সবসময় মানুষকে খারাপ কাজে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। নিজের ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, কেউ গীবত করে ক্ষমা চাইলে তকে ক্ষমা করা উচিৎ। যেহেতু তিনটি গুণ খুবই উত্তম:

تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ

১. যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দেবে।
২. যে তোমার প্রতি যুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা করবে।
৩. যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট

রাখবে। (বায়হাকী- ৭৫৮৪)

কেউ কারো গীবত করলে যার গীবত করা হয়েছে সে গীবতকারীর
উপর অধিকারপ্রাপ্তির দাবীদার হয়। কিন্তু গীবতকারী লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে অপরাধ মাফ চাইলে তাকে মাফ করে দেয়া কর্তব্য। যদিও তা জরুরী নয়। কেননা, প্রাপ্য অধিকার মাফ করে দেয়া কারো উপর ওয়াজিব নয়। তাই হযরত সায়ীদ ইবনুল মোসাইয়াব (রঃ) বলেন, যে আমার উপর জুলুম করেছে, আমি তার এ কাজ কখনও হালাল করব
না। অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করব না। কেননা, তার নিকট অধিকার পাওনা
থাকায় আমার উপকার নিহিত রয়েছে। (এহইয়াউল উলূম)
তবে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া এবং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত
তার হিসাব ফেলে না রাখা একনিষ্ঠ আবেদ এবং মোত্তাকীদের মর্যাদার
উপযোগী । কেননা, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। কেউ বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে গোনাহ থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দেয়াই আল্লাহ তাআলার রীতি ।
বর্ণিত আছে, হযরত যয়নুল আবেদীন বিন হোসাইন বিন আলী (রাঃ),
সকালে ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলতেন,
“হে আল্লাহ! আজ যে আমার গীবত করবে, তাকে আমি আমার মর্যাদা সদকা করে দিলাম । অর্থাৎ, তার গীবতে আমি অসন্তুষ্ট মনোক্ষুণ্ণ হব না, তাকে পাকড়াও করব না।” (ইমাম দামেরী..... হায়াতুল হায়ওয়ান)
নিম্নে গীবতের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার ফীলত সম্পর্কে কয়েকটি
হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন

ايَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَابِى ضَمْضَمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِن:ْ
قال اللهم الى تصدقتُ بِعِرضِى عَلَى النَّاس. ِ

তোমাদের কেউ 'কি আবু যমযমের মত হতে অপারগ। অর্থাৎ,
প্রত্যেকেরই আবু যমযমের মত হওয়া উচিত । সে যখন স্বগৃহ থেকে বাইরে গমনোদ্যত হত, তখন বলত, হে আল্লাহ! আজকে আমি আমার সম্মান মর্যাদা মানুষের জন্য সদকা

করে দিলাম । যদি কেউ আমার গীবত করে তা হলে আমি তাকে পাকড়াও করব না, অভিযুক্ত করব না। কেননা, আমি তার জন্য গীবত হালাল করে দিয়েছি। (এহইয়াউল উলূম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন

إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ عَفَا عَمَّنْ ظَلَمَه.

"জান্নাতের মহামর্যাদাবান এক দরজা রয়েছে। এ দরজা দিয়ে সে ব্যক্তিই প্রবেশ করবে যে তার উপর জুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেবে।"
(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস-আল এহসান
ইলাল ইয়াতীম অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন

ثلاث مَنْ كُنَ فِيهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَدْخَلَه
الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ قَالُوا وَمَاهِيَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنتَ قَالَ
تُعطى مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِل مَنْ قَطَعَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَك

"তিনটি স্বভাব বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তার হিসাব
সহজ করে দেবেন এবং নিজ রহমতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।
সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোন, সে তিনটি কি? তিনি এরশাদ করলেন, তা হচ্ছে, যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দান করবে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড়বে, আর যে তোমার উপর জুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করবে।" (তিবরানীর সূত্রে আততারগীব ওয়াততারহীব, নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস)

রেফারেন্স কিতাবসমূহ:

১। গীবত- ইমাম গাযালী (র)

সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র)
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

২। গীবত ও তওবা- শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুবারক আলী

৩। গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

৪। গীবত একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ- চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ

৫। গীবত: ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায়- মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক

৬। গীবত বা পরনিন্দা- সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখনবী

হযরত ইমাম গাজ্জালী (র)